লেবীয় পুস্তক

আহুতি

১ প্রভু মোশীকে ডাকলেন, এবং সাক্ষাৎ-তাঁবু থেকে তাঁকে একথা বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের
কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমাদের কেউ যখন প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করবে, তখন
গবাদি পশু বা মেষ-ছাগের পাল থেকেই সে তার সেই অর্ঘ্য নিবেদন করবে।
৩ যদি তার অর্ঘ্য এমন আহুতি হয় যা গবাদি পশুপাল থেকে নেওয়া, তবে খুঁতবিহীন একটা
পুংশাবক নিবেদন করবে; তা যেন প্রভুর কাছে গ্রাহ্য হয়, সে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারেই তা
নিবেদন করবে। ৪ সে বলির মাথায় হাত রাখবে, আর তা তার প্রায়শ্চিত্তরূপে তার পক্ষে গ্রাহ্য হবে।
৫ পরে সে প্রভুর সামনে সেই বাছুর জবাই করবে, এবং আরোন-বংশীয় যাজকেরা তার রক্ত নিবেদন
করবে ও সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যে বেদি রয়েছে, তার চারপাশে সেই রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে
দেবে। ৬ পরে সে বলির চামড়া খুলে বলিটাকে টুকরো টুকরো করবে। ৭ আরোন যাজকের সন্তানেরা
বেদির উপরে আগুন রাখবে, ও আগুনের উপরে কাঠ সাজাবে। ৮ আরোন-বংশীয় যাজকেরা বেদির
উপরে রাখা আগুন ও কাঠের উপরে বলির টুকরোগুলো এবং তার মাথা ও চর্বি রাখবে। ৯ সে তার
অন্ত্ররাজি ও পা জলে ধুয়ে দেবে, এবং যাজক বেদির উপরে সেই সব কিছু আহুতিরূপে পুড়িয়ে
দেবে; তা গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।
১০ যদি তার অর্ঘ্য এমন আহুতি হয় যা মেষের বা ছাগের পাল থেকে নেওয়া, তবে খুঁতবিহীন
একটা পুংশাবক নিবেদন করবে। ১১ তা বেদির পাশে উত্তরদিকে প্রভুর সামনে জবাই করবে, এবং
আরোন-বংশীয় যাজকেরা বেদির চারপাশে তার রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে। ১২ সে বলিটাকে
টুকরো টুকরো করবে, আর যাজক মাথা ও চর্বি সমেত তা বেদির উপরে রাখা আগুন ও কাঠের
উপরে সাজাবে। ১৩ সে তার অন্ত্ররাজি ও পা জলে ধুয়ে দেবে, এবং যাজক সেই সব কিছু এনে
বেদির উপরে আহুতিরূপে পুড়িয়ে দেবে; তা গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।
১৪ যদি প্রভুর উদ্দেশে তার অর্ঘ্য এমন আহুতি হয় যা পাখিগুলো থেকে নেওয়া, তবে ঘুঘু বা
পায়রার ছানা অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করবে। ১৫ যাজক তা বেদিতে নিবেদন করবে, ও তার মাথা
মুচড়িয়ে তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; তার রক্ত বেদি-পাশের উপরে নিংড়ানো হবে। ১৬ পরে সে
তার ময়লা সমেত তার খাবার থলি নিয়ে বেদির পুব পাশে ছাই ফেলানোর জায়গায় ফেলে দেবে।
১৭ সে তার পাখা ধরে পাখিটা দু'ভাগ করবে, কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়ে ফেলবে না; তখন যাজক
বেদির উপরে, আগুনের উপরে রাখা কাঠের উপরে তা আহুতিরূপে পুড়িয়ে দেবে; তা গ্রহণীয়
সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।'

শস্য-নৈবেদ্য

২ 'কেউ যখন প্রভুর উদ্দেশে শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করে, তখন সেরা ময়দাই তার অর্ঘ্য হবে, এবং
সে তার উপরে তেল ঢালবে ও কুন্দুরু দেবে। ২ সে আরোন-বংশীয় যাজকদের কাছে তা আনবে;
যাজক তা থেকে এক মুঠো সেরা ময়দা ও তেল এবং সমস্ত কুন্দুরু তুলে নিয়ে সেই নৈবেদ্যের
স্মরণ-চিহ্নরূপে তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; তা অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভ।
৩ এই শস্য-নৈবেদ্যের বাকি অংশটা আরোনের ও তার সন্তানদের হবে; প্রভুর অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য বলে

এ পরমপবিত্র।

৪ যদি তুমি তন্দুরে সিদ্ধ করা শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন কর, তবে তা হবে তেল-মেশানো
খামিরবিহীন সেরা ময়দার পিঠা বা তৈলাক্ত খামিরবিহীন চাপাটি। ৫ তোমার শস্য-নৈবেদ্য যদি
ঝাঁজরিতে রাঁধা, তবে তেল-মেশানো সেই সেরা ময়দায় খামির থাকবে না। ৬ তুমি তা টুকরো
টুকরো করে তার উপরে তেল ঢালবে; এ শস্য-নৈবেদ্য।

৭ তোমার শস্য-নৈবেদ্য যদি হাঁড়িতে রাঁধা, তবে সেরা ময়দা তেলেই প্রস্তুত করা হবে। ৮ এইভাবে
প্রস্তুত করা শস্য-নৈবেদ্যটি তুমি প্রভুর কাছে এনে তা যাজককে দেবে; সে তা বেদির উপরে
নিবেদন করবে। ৯ যাজক সেই শস্য-নৈবেদ্য থেকে স্মরণ-চিহ্নটা নিয়ে বেদিতে পুড়িয়ে দেবে; তা
অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভ। ১০ সেই শস্য-নৈবেদ্যের বাকি অংশ আরোনের ও
তার সন্তানদের হবে; প্রভুর অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য বলে তা পরমপবিত্র।

১১ তোমরা প্রভুর উদ্দেশে যে কোন শস্য-নৈবেদ্য আনবে, তা খামিরে প্রস্তুত হবে না, কেননা
তোমরা খামির কি মধু, এর কিছুই প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য বলে পুড়িয়ে দেবে না। ১২ তোমরা
প্রথমাংশের অর্ঘ্যরূপে তা প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করতে পার, কিন্তু সৌরভরূপে তা বেদির উপরে
রাখা যাবে না। ১৩ তুমি তোমার শস্য-নৈবেদ্যের প্রতিটি অর্ঘ্য লবণাক্ত করবে; তোমার
শস্য-নৈবেদ্যে তোমার পরমেশ্বরের সন্ধির লবণ দিতে ত্রুটি করবে না; তোমার যাবতীয় অর্ঘ্যের
সঙ্গে লবণও দেবে।

১৪ যদি তুমি প্রভুর উদ্দেশে প্রথমফলেরই শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন কর, তবে তোমার প্রথমফলের
শস্য-নৈবেদ্যরূপে আগুনে ঝলসানো শিষ বা মাড়ানো নতুন গমের দানা নিবেদন করবে। ১৫ তার
উপরে তেল ঢালবে ও কুন্দুরু দেবে; এ শস্য-নৈবেদ্য। ১৬ যাজক স্মরণ-চিহ্নরূপে কিছুটা মাড়ানো
শস্য, কিছুটা তেল ও সমস্ত কুন্দুরু পুড়িয়ে দেবে; এ প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।'

মিলন-যজ্ঞ

৩ 'তার অর্ঘ্য যদি মিলন-যজ্ঞ হয়, এবং সে গবাদি পশুপাল থেকে মদ্দা বা মাদী কোন পশু নিবেদন
করে, সে প্রভুর উদ্দেশে খুঁতবিহীন পশুই নিবেদন করবে। ২ সে তার বলির মাথায় হাত রাখবে, ও
সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তা জবাই করবে; আরোন-বংশীয় যাজকেরা তার রক্ত বেদির চারপাশে
ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে। ৩ সে সেই মিলন-যজ্ঞ থেকে প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে তার
অন্ত্ররাজিতে লাগানো যে চর্বি ও অন্ত্ররাজির উপরে যা কিছু আছে তা উৎসর্গ করবে; ৪ সেইসঙ্গে
উৎসর্গ করবে দুই মেটে, তার উপরে লাগানো চর্বি, এবং যকৃতে লাগানো ও মেটে থেকে ছাড়ানো
অন্ত্রাপ্লাবক। ৫ আরোনের সন্তানেরা বেদির উপরে সাজানো আগুন, কাঠ ও আহুতিবলির উপরে তা
পুড়িয়ে দেবে; তা অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভ।

৬ যদি সে প্রভুর উদ্দেশে মিলন-যজ্ঞরূপে মেষ-ছাগের পাল থেকে কোন পশু নিবেদন করে, তবে
সে খুঁতবিহীন মদ্দা বা মাদী একটা পশু নিবেদন করবে। ৭ সে যদি অর্ঘ্যরূপে একটা মেষশাবক
আনে, তা প্রভুর সামনেই নিবেদন করবে; ৮ তার সেই বলির মাথায় হাত রাখবে, ও সাক্ষাৎ-তাঁবুর
সামনে তা জবাই করবে; আরোনের সন্তানেরা বেদির চারপাশে তার রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে
দেবে। ৯ এই মিলন-যজ্ঞ থেকে কিছুটা নিয়ে তা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করবে,

যথা: চর্বি ও মেরুদণ্ডের প্রান্ত থেকে ছাড়ানো সমস্ত লেজ, অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি ও অন্ত্ররাজির
উপরে যা কিছু আছে, ১০ দুই মেটে ও তার উপরে লাগানো চর্বি, এবং যকৃতে লাগানো ও মেটে
থেকে ছাড়ানো অন্ত্রাপ্লাবক। ১১ যাজক তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; এ প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ
খাদ্য।

১২ যদি তার অর্ঘ্য একটা ছাগল হয়, সে তা প্রভুর কাছে নিবেদন করবে; ১৩ সে তার মাথায় হাত
রাখবে, ও সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে তা জবাই করবে; আরোনের সন্তানেরা বেদির চারপাশে তার রক্ত
ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে। ১৪ তার এই অর্ঘ্য থেকে কিছুটা নিয়ে তা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ
অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করবে, যথা: অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি ও অন্ত্ররাজির উপরে যা কিছু আছে, ১৫ দুই
মেটে ও তার উপরে লাগানো চর্বি, এবং যকৃতে লাগানো ও মেটে থেকে ছাড়ানো অন্ত্রাপ্লাবক। ১৬
যাজক সেই সব কিছু বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; এ গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ
খাদ্য।

সমস্ত চর্বি প্রভুরই। ১৭ এ তোমাদের পুরুষানুক্রমে তোমাদের সকল বাসস্থানে পালনীয় বিধি;
তোমরা চর্বি ও রক্ত কিছুই খাবে না।'

পাপার্থে বলিদান

৪ প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বল: কেউ যখন পূর্ণ সচেতন না হয়ে
প্রভুর কোন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ করে বা সেগুলোর কোন একটা লঙ্ঘন করে, ৩ তখন
তৈলাভিষেকপ্রাপ্ত যাজকই যদি এমন পাপ করে যাতে জনগণের উপরে দোষ ডেকে আনে, তবে সে
যে পাপ করেছে, তার জন্য প্রভুর উদ্দেশে খুঁতবিহীন একটা বাছুর পাপার্থে বলিরূপে নিবেদন
করবে। ৪ সে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে সেই বাছুরটা আনবে; তার মাথায় হাত
রাখবে, ও প্রভুর সামনে তা জবাই করবে। ৫ সেই তৈলাভিষেকপ্রাপ্ত যাজক সেই বাছুরের খানিকটা
রক্ত নিয়ে তা সাক্ষাৎ-তাঁবুর ভিতরে আনবে। ৬ যাজক সেই রক্তে তার নিজের আঙুল ডুবিয়ে
পবিত্রধামের পরদার অগ্রভাগে প্রভুর সামনে সাতবার তার খানিকটা রক্ত ছিটিয়ে দেবে। ৭ যাজক
সেই রক্তের খানিকটা নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর মধ্যে প্রভুর সামনে যে সুগন্ধি ধূপের বেদি রয়েছে, তার
শৃঙ্গগুলো ভিজিয়ে দেবে, পরে বাছুরের সমস্ত রক্ত নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যে আহুতি-বেদি
রয়েছে, তার পাদদেশে তা ঢেলে দেবে। ৮ সে পাপার্থে বলিদানের বাছুরের সমস্ত চর্বি ছাড়িয়ে নেবে,
অর্থাৎ অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি ও অন্ত্ররাজির উপরে যা কিছু আছে, ৯ দুই মেটে ও তার উপরে
লাগানো চর্বি, এবং যকৃতে লাগানো ও মেটে থেকে ছাড়ানো অন্ত্রাপ্লাবক। ১০ মিলন-যজ্ঞের বাছুর
থেকে যেমন নিতে হয়, সে সেইমত নেবে; এবং যাজক আহুতিবলির উপরে তা পুড়িয়ে দেবে। ১১
কিন্তু তার চামড়া, সমস্ত মাংস ও মাথা, এবং পা, অন্ত্ররাজি ও গোবর, ১২ অর্থাৎ সবসুদ্ধ বাছুরটাকেই
সে শিবিরের বাইরে কোন শুচি স্থানে নিয়ে গিয়ে কাঠের আগুনে পুড়িয়ে দেবে; ছাই ফেলে দেবার
স্থানেই তা পোড়াতে হবে।

১৩ গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলী যদি পূর্ণ সচেতন না হয়ে পাপ করে, এবং গোটা জনসমাবেশের
অজান্তে প্রভুর কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে দোষী হয়, ১৪ তবে সেই পাপ যখন জানা হবে, তখন
জনসমাবেশ পাপার্থে বলিরূপে গবাদি পশুপালের মধ্য থেকে খুঁতবিহীন একটা বাছুর আনবে। তারা

সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে সেই বাছুর আনবে; ১৫ জনমণ্ডলীর প্রবীণবর্গ প্রভুর সামনে সেই বাছুরের
মাথায় হাত রাখবে, এবং প্রভুর সামনে তা জবাই করা হবে। ১৬ তৈলাভিষেকপ্রাপ্ত যাজক সেই
বাছুরের খানিকটা রক্ত সাক্ষাৎ-তাঁবুর ভিতরে আনবে; ১৭ যাজক সেই রক্তে আঙুল ডুবিয়ে তার
খানিকটা পরদার অগ্রভাগে প্রভুর সামনে সাতবার ছিটিয়ে দেবে; ১৮ এবং সেই রক্তের খানিকটা
নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর ভিতরে প্রভুর সামনে যে বেদি রয়েছে, তার শৃঙ্গগুলো ভিজিয়ে দেবে;
সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যে আহুতি-বেদি রয়েছে, তার পাদদেশে বাকি সমস্ত রক্ত ঢেলে দেবে। ১৯
বলি থেকে তার সমস্ত চর্বি নিয়ে বেদির উপরে তা পুড়িয়ে দেবে। ২০ সে ওই পাপার্থে বলিদানের
বাছুরের প্রতি যেমন করল, এর প্রতিও তেমনি করবে; এই যজ্ঞ-রীতি অনুসারেই সবকিছু করা
হবে। পরে যাজক তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তাই তাদের পাপের ক্ষমা হবে।
২১ পরে সে বাছুরকে শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রথম বাছুরটাকে যেমন পুড়িয়েছিল, তেমনি
এটাকেও পুড়িয়ে দেবে; এ জনসমাবেশের পাপার্থে বলিদান।

২২ যদি কোন জনপ্রধান পাপ করে, অর্থাৎ পূর্ণ সচেতন না হয়ে তার আপন পরমেশ্বর প্রভুর
নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে দোষী হয়, ২৩ তবে সে যে পাপ করেছে, যখন তা তার কাছে জ্ঞাত হবে,
তখন নিজের অর্ঘ্য বলে খুঁতবিহীন একটা মদ্দা ছাগল আনবে। ২৪ সে ওই ছাগের মাথায় হাত
রাখবে, ও আহুতিবলি জবাই করার জায়গায় প্রভুর সামনে ছাগলটাকে জবাই করবে; এ পাপার্থে
বলিদান। ২৫ যাজক আঙুল দিয়ে সেই পাপার্থে বলির খানিকটা রক্ত নিয়ে আহুতি-বেদির শৃঙ্গগুলো
ভিজিয়ে দেবে, এবং বাকি সমস্ত রক্ত আহুতি-বেদির পাদদেশে ঢেলে দেবে। ২৬ মিলন-যজ্ঞের চর্বির
মত এই সমস্ত চর্বিও বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; যাজক এইভাবেই তার পাপমোচনের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার পাপের ক্ষমা হবে।

২৭ জনগণের মধ্যে যদি কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে প্রভুর কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে পাপ করে
দোষী হয়, ২৮ তবে সে যে পাপ করেছে, যখন তা তার কাছে জ্ঞাত হবে, তখন নিজের অর্ঘ্য বলে
পালের মধ্য থেকে খুঁতবিহীন একটা ছাগী আনবে। ২৯ সে ওই পাপার্থে বলির মাথায় হাত রাখবে, ও
আহুতির জায়গায় ওই পাপার্থে বলি জবাই করবে। ৩০ যাজক আঙুল দিয়ে তার খানিকটা রক্ত নিয়ে
আহুতি-বেদির শৃঙ্গগুলো ভিজিয়ে দেবে, এবং বাকি সমস্ত রক্ত বেদির পাদদেশে ঢেলে দেবে। ৩১
মিলন-যজ্ঞবলি থেকে যেমন চর্বি ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, ঠিক সেইভাবে এর সমস্ত চর্বি ছাড়িয়ে নেবে;
যাজক প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভরূপে তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দেবে; যাজক এভাবেই তার
জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার পাপের ক্ষমা হবে।

৩২ যদি সে পাপার্থে বলিদানের অর্ঘ্যরূপে একটা মেষশাবক আনে, তবে খুঁতবিহীন একটা মাদী
আনবে। ৩৩ সে ওই পাপার্থে বলির মাথায় হাত রাখবে, ও আহুতিবলি জবাই করার জায়গায় তা
পাপার্থে বলিরূপেই জবাই করবে। ৩৪ যাজক আঙুল দিয়ে ওই পাপার্থে বলির খানিকটা রক্ত নিয়ে
আহুতি-বেদির শৃঙ্গগুলো ভিজিয়ে দেবে, ও বাকি সমস্ত রক্ত বেদির পাদদেশে ঢেলে দেবে। ৩৫
মিলন-যজ্ঞের যে মেষশাবক, তার চর্বি যেমন ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, ঠিক সেইভাবে যাজক এর সমস্ত
চর্বি ছাড়িয়ে নেবে, এবং প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের রীতি অনুসারে তা বেদির উপরে পুড়িয়ে
দেবে; যাজক এইভাবেই সেই লোকের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার
পাপের ক্ষমা হবে।'

পাপার্থে বলিদান সংক্রান্ত নানা উদাহরণ

৫ ‘যদি কেউ এধরনের পাপ করে তথা, সাক্ষী হয়ে দিব্যি করাবার কথা শুনলেও সে যা দেখেছে বা
জানে, যদি তা প্রকাশ না করে, তবে সে তার নিজের অপরাধের দণ্ড নিজে বহন করবে। ২ কিংবা
যদি কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে কোন অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করে, অশুচি জন্তুর লাশ হোক, বা অশুচি
গৃহপালিত পশুর লাশ হোক, বা সরিসৃপের লাশ হোক, তবে সে নিজেই অশুচি ও দোষী হবে। ৩
কিংবা যদি কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে মানবীয় কোন অশুচিতা, অর্থাৎ যা দিয়ে মানুষ অশুচি হয়
এমন কিছু যদি কেউ স্পর্শ করে, তবে তা জানতে পেরে দোষী হবে। ৪ কিংবা গুরুত্ব না দিয়েই যে
কোন বিষয়ে শপথ করুক না কেন, যদি কেউ পূর্ণ সচেতন না হয়ে নিজের ওষ্ঠে ভাল বা মন্দ কাজ
করব বলে শপথ করে, তবে তা জানতে পারলে সেবিষয়ে দোষী হবে। ৫ উপরোল্লিখিত কোন বিষয়ে
দোষী হলে সে নিজের পাপ স্বীকার করবে; ৬ পাপার্থে বলিদানরূপে সে প্রভুর কাছে পালের মধ্য
থেকে একটা মেষের কিংবা ছাগের বাচ্চা নিয়ে তার কৃত পাপের উপযুক্ত সংস্কার-বলিরূপে আনবে;
যাজক তার পাপমোচনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে।

৭ তার যদি মেষের বা ছাগের বাচ্চা যোগাবার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে যে পাপ করেছে, সেই
পাপের সংস্কার-বলিরূপে দু’টো ঘুঘু বা দু’টো পায়রার ছানা প্রভুর কাছে আনবে: একটা পাপার্থে
বলিরূপে, আর একটা আহুতিরূপে। ৮ সে সেগুলোকে যাজকের কাছে আনবে, ও যাজক আগে
পাপার্থে বলি উৎসর্গ করে তার গলা মোচড়াবে, কিন্তু ছিঁড়ে ফেলবে না; ৯ পাপার্থে বলির খানিকটা
রক্ত নিয়ে তা বেদির গায়ে ছিটিয়ে দেবে, এবং বাকি সমস্ত রক্ত বেদির পাদদেশে ঢেলে দেওয়া হবে;
এ পাপার্থে বলিদান। ১০ সে বিধিমতে দ্বিতীয়টা আহুতিরূপে উৎসর্গ করবে; এইভাবে সে যে পাপ
করেছে, সেই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার পাপের ক্ষমা হবে।

১১ তার যদি সেই দুই ঘুঘু বা দুই পায়রার ছানাও যোগাবার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে যে পাপ
করেছে, সেই পাপের জন্য তার অর্ঘ্যরূপে এফার দশ ভাগের এক ভাগ সেরা ময়দা পাপার্থে
বলিরূপে আনবে; তার উপরে তেল দেবে না, কুন্দুরুও রাখবে না, কেননা এ পাপার্থে বলিদান। ১২
সে তা যাজকের কাছে আনলে যাজক তার স্মরণ-চিহ্ন বলে তা থেকে এক মুঠো নিয়ে প্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের রীতি অনুসারে বেদিতে পুড়িয়ে দেবে; এ পাপার্থে বলিদান। ১৩ উপরোল্লিখিত যে
কোন বিষয়ে সে যে পাপ করেছে, তার সেই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার
পাপের ক্ষমা হবে; আহুতিতে যেমনটি হয়, তেমনি [এক্ষেত্রেও] বাকি সমস্ত কিছু যাজকেরই হবে।’

সংস্কার-বলিদান

১৪ প্রভু মোশীকে এ কথাও বললেন, ১৫ ‘যদি কেউ ত্রুটি ক’রে প্রভুর পবিত্র বস্তুর বিষয়ে ভুলবশত
পাপ করে, তবে সংস্কার-বলিরূপে সে প্রভুর কাছে পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে তোমার নিরূপিত
পরিমাণে রুপো দিয়ে পাল থেকে খুঁতবিহীন একটা ভেড়া আনবে। ১৬ সে পবিত্র বস্তুর বিষয়ে যে
পাপ করেছে, তা পরিশোধ করবে, উপরন্তু পাঁচ ভাগের এক ভাগও দেবে, এবং তা যাজককে
দেবে; যাজক সেই প্রায়শ্চিত্ত-ভেড়া-বলি দিয়ে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার
পাপের ক্ষমা হবে।

১৭ যদি কেউ প্রভুর কোন নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে পাপ করে, তবে সে তা না জানলেও দোষী ও তার

নিজের অপরাধের দণ্ড নিজে বহন করবে। ১৮ সে তোমার নিরূপিত মূল্য অনুসারে পাল থেকে
খুঁতবিহীন একটা ভেড়া প্রায়শ্চিত্ত-বলিরূপে যাজকের কাছে আনবে, এবং সে ভুলবশত অজ্ঞতাবশে
যে দোষ করেছে, যাজক তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর তার পাপের ক্ষমা হবে। ১৯
এ সংস্কার-বলিদান, সেই ব্যক্তি প্রভুর কাছে অবশ্যই দোষী ছিল।'

২০ প্রভু মোশীকে বললেন, ২১ 'কেউ যদি গচ্ছিত বা বন্ধকরূপে দেওয়া বা চালাকি ক'রে অপহৃত
বস্তুর বিষয়ে স্বজাতীয়ের কাছে মিথ্যা কথা ব'লে তেমন পাপ ক'রে প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়, ২২
কিংবা হারানো কিছু না কিছু পেয়ে সেবিষয়ে মিথ্যা কথা বলে আর যে বিষয়ে মানুষ পাপ করতে
পারে সেবিষয়ে সে মিথ্যা শপথ করে, ২৩ যদি সে তেমন পাপ ক'রে দোষী হয়ে থাকে, তবে সে যা
জোর করে কেড়ে নিয়েছে, বা চালাকি প্রয়োগে পেয়েছে, বা যে গচ্ছিত বস্তু তার কাছে তুলে দেওয়া
হয়েছে, বা সে যে হারানো বস্তু পেয়ে রেখেছে, ২৪ বা যে কোন বিষয়ে সে মিথ্যা শপথ করেছে, সেই
বস্তু সম্পূর্ণই ফিরিয়ে দেবে; উপরন্তু তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি ফিরিয়ে দেবে; তার দোষ
প্রকাশের দিনে সে দ্রব্যের মালিককে তা দেবে। ২৫ সে প্রভুর কাছে সংস্কার-বলিরূপে তোমার
নিরূপিত মূল্য অনুসারে পাল থেকে খুঁতবিহীন একটা ভেড়া যাজকের কাছে আনবে; ২৬ যাজক প্রভুর
সামনে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; আর তাই যে কোন কাজ করে সে দোষী হয়েছে,
তার পাপের ক্ষমা হবে।'

যাজকত্ব ও বলিদান

৬ প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'তুমি আরোন ও তার সন্তানদের এই আজ্ঞা দাও। আহুতির
অনুষ্ঠান-রীতি এই: আহুতিবলি সকাল পর্যন্ত সারারাত বেদির অগ্নিকুণ্ডের উপরে থাকবে; বেদির
আগুন জ্বালিয়ে রাখা হবে। ৩ যাজক ক্ষোম-কাপড়ের অঙ্গরক্ষিণী ও ক্ষোম-কাপড়ের জাঙাল পরিধান
করবে, এবং বেদির উপরে অগ্নিদগ্ধ আহুতির যে ছাই আছে, তা তুলে বেদির পাশে রাখবে। ৪ পরে
সে পোশাক খুলে অন্য পোশাক পরিধান ক'রে শিবিরের বাইরে কোন শুচি স্থানে সেই ছাই নিয়ে
যাবে। ৫ বেদির উপরে যে আগুন রয়েছে, তা জ্বেলে রাখতে হবে, নিভে যেতে দেওয়া হবে না;
যাজক প্রতিদিন সকালে কাঠ সাজিয়ে তার উপরে আহুতিবলি দেবে ও মিলন-যজ্ঞবলির চর্বি তাতে
পুড়িয়ে দেবে; ৬ বেদির উপরে সেই আগুন সবসময় জ্বেলে রাখতে হবে, নিভে যেতে দেওয়া হবে
না।

৭ শস্য-নৈবেদ্যের অনুষ্ঠান-রীতি এই: আরোনের সন্তানেরা বেদির অগ্রভাগে প্রভুর সামনে তা
আনবে। ৮ যাজক নৈবেদ্যের উপরে রাখা সমস্ত তেল ও কুন্দুরু সমেত সেরা ময়দার এক মুঠো তুলে
নিয়ে তার স্মরণ-চিহ্ন বেদির উপরে প্রভুর উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভরূপে পুড়িয়ে দেবে। ৯ আরোন ও
তার সন্তানেরা তার বাকি অংশটা খাবে; বিনা খামিরে, সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রাঙ্গণে, কোন এক পবিত্র
স্থানে তা খেতে হবে। ১০ খামিরের সঙ্গে তা রাঁধা হবে না। আমি আমার অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য থেকে তাদের
প্রাপ্য অংশ বলে তা দিলাম; পাপার্থে বলির ও সংস্কার-বলির মত তা পরমপবিত্র। ১১ আরোনের
সন্তানদের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তা খেতে পারবে; প্রভুর অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য থেকে এ পুরুষানুক্রমে
তোমাদের চিরকালীন অধিকার। যা কিছু তার স্পর্শে আসবে, তা পবিত্র হয়ে উঠবে।'

১২ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ১৩ 'অভিষেক গ্রহণের দিনে আরোন ও তার সন্তানেরা প্রভুর

উদ্দেশে যে অর্ঘ্য নিবেদন করবে, তা এই: নিত্য শস্য-নৈবেদ্যরূপে এফার দশ ভাগের এক ভাগ
সেরা ময়দা—সকালে অর্ধেক ও সন্ধ্যায় অর্ধেক। ১৪ তা ঝাঁজরিতে ভাজা হবে, তার সঙ্গে তেল
মেশানো থাকবে; তা একবার তৈলসিক্ত হলে তুমি তা টুকরো টুকরো করে শস্য-নৈবেদ্যরূপে প্রভুর
উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভরূপে নিবেদন করবে। ১৫ আরোনের সন্তানদের মধ্যে যে তার পদে
যাজকরূপে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছে, সেও এই অর্ঘ্য নিবেদন করবে; এ চিরস্থায়ী বিধি: তা প্রভুর
উদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। ১৬ যাজকের প্রতিটি শস্য-নৈবেদ্য পূর্ণাহুতিই হওয়া চাই;
তার কিছুই খেতে হবে না।'

১৭ প্রভু মোশীকে বললেন, ১৮ 'তুমি আরোন ও তার সন্তানদের বল, পাপার্থে বলিদানের
অনুষ্ঠান-রীতি এই: যেখানে আহুতিবলি জবাই করা হয়, সেইখানে প্রভুর সামনে পাপার্থে বলিও
জবাই করা হবে; তা পরমপবিত্র। ১৯ যে যাজক পাপার্থে তা উৎসর্গ করে, সে তা খাবে;
সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রাঙ্গণে কোন এক পবিত্র স্থানে তা খেতে হবে। ২০ যা কিছু তার মাংসের স্পর্শে
আসবে, তা পবিত্র হয়ে উঠবে; তার রক্তের ছিটা যদি কোন পোশাকে লাগে, তবে তুমি, যে স্থানে
সেই রক্ত লাগে, তা পবিত্র এক স্থানে ধুয়ে দেবে। ২১ যে মাটির পাত্রে তা রাঁধা হয়, তা ভেঙে
ফেলতে হবে; যদি ব্রঞ্জের পাত্রে তা রাঁধা হয়, তবে পাত্রটা ঘষে ঘষে জল দিয়ে ভালভাবেই ধুয়ে
নিতে হবে। ২২ যাজকীয় বংশের যে কোন পুরুষ তা খেতে পারবে; তা পরমপবিত্র। ২৩ কিন্তু
পবিত্রধামে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য যে কোন পাপার্থে বলির রক্ত সাক্ষাৎ-তাঁবুর ভিতরে
আনা হবে, তা খেতে হবে না; তা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।

৭ সংস্কার-বলিদানের অনুষ্ঠান-রীতি এই: তা পরমপবিত্র। ২ যেখানে আহুতিবলি জবাই করা হয়,
সেইখানে সংস্কার-বলি জবাই করা হবে; যাজক বেদির চারপাশে তার রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে
দেবে; ৩ বলির সমস্ত চর্বি উৎসর্গ করবে, তথা: লেজ, আঁতড়িতে লাগানো চর্বি, ৪ দুই মেটে ও তার
উপরে লাগানো চর্বি, এবং যকৃতে লাগানো ও মেটে থেকে ছাড়ানো অন্ত্রাপ্লাবক। ৫ যাজক প্রভুর
উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে বেদির উপরে এই সবকিছু পুড়িয়ে দেবে; এ সংস্কার-বলিদান। ৬
যাজকীয় বংশের যে কোন পুরুষ তা খেতে পারবে, কোন এক পবিত্র স্থানে তা খেতে হবে: তা
পরমপবিত্র। ৭ পাপার্থে বলিদান যেরূপ, সংস্কার-বলিদানও সেইরূপ; দু'টোর বিধান একই: যে
যাজক তা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে, তা তারই হবে। ৮ যে যাজক কারও আহুতিবলি উৎসর্গ
করে, সেই যাজক তার উৎসর্গ করা আহুতিবলির চামড়া পাবে; ৯ তন্দুরে বা কড়াইতে বা ঝাঁজরিতে
রাঁধা যত শস্য-নৈবেদ্য, সেইসব কিছুও সেই যাজকেরই হবে যে তা উৎসর্গ করে; ১০ তেল-মেশানো
বা শুষ্ক শস্য-নৈবেদ্যগুলো সমানভাবে আরোনের সকল সন্তানের হবে।

১১ প্রভুর উদ্দেশে যে মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করতে হবে, তার অনুষ্ঠান-রীতি এই: ১২ কেউ যদি তা
স্তুতিসূচকই যজ্ঞরূপে নিবেদন করে, তবে সে স্তুতিসূচক সেই যজ্ঞের সঙ্গে তেল-মেশানো
খামিরবিহীন রুটি, তৈলাক্ত খামিরবিহীন চাপাটি, তৈলসিক্ত সেরা ময়দা ও তৈলসিক্ত পিঠাও নিবেদন
করবে। ১৩ স্তুতিসূচক যজ্ঞবলির সঙ্গে সে অর্ঘ্যরূপে উপরোল্লিখিত পিঠাগুলো ছাড়া খামিরযুক্ত রুটির
পিঠাও নিবেদন করবে; ১৪ সে তা থেকে, অর্থাৎ প্রতিটি অর্ঘ্য থেকে, একখানি পিঠা নিয়ে প্রভুর
উদ্দেশে বাঁচিয়ে রাখা অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করবে; যে যাজক মিলন-যজ্ঞবলির রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে
ছড়িয়ে দেবে, তা তারই হবে। ১৫ বলির মাংস উৎসর্গের দিনেই খেতে হবে; তার কিছুই সকাল

পর্যন্ত রাখতে হবে না।

১৬ যজ্ঞটা যদি মানত বা স্বেচ্ছাকৃত যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা হয়, তবে উৎসর্গের দিনেই বলি খেতে
হবে, ও তার বাকি অংশ পরদিনে খেতে হবে। ১৭ কিন্তু তৃতীয় দিনে বলির বাকি মাংস আগুনে
পুড়িয়ে দিতে হবে।'

নানা সাধারণ বিধি

১৮ 'যদি কোন মিলন-যজ্ঞবলির মাংস তৃতীয় দিনে খাওয়া হয়, তবে তা গ্রাহ্য হবে না, সেই যজ্ঞ
যে উৎসর্গ করে, তা তার পক্ষে গণ্য হবে না, তা জঘন্য কাজ হবে; এবং তা যে খাবে, সে নিজের
অপরাধের দণ্ড নিজে বহন করবে। ১৯ যে মাংস কোন অশুচি বস্তুর স্পর্শে এসেছে, তা খেতে হবে
না, আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে। ২০ মাংস বিষয়ে নিয়ম এই: যে কেউ শুচি, সে মাংস খেতে পারে।
কিন্তু অশুচি যে কেউ প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করা মিলন-যজ্ঞবলির মাংস খায়, তাকে তার আপন
জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। ২১ যদি কেউ কোন অশুচি বস্তু, অর্থাৎ মানব-অশুচি বস্তু বা
অশুচি পশু বা কোন অশুচি জঘন্য বস্তু স্পর্শ করে প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করা বলির মাংস খায়, তবে
তাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।'

২২ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২৩ 'ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: তোমরা কোন চর্বি
খাবে না, বলদেরও নয়, মেষেরও নয়, ছাগেরও নয়। ২৪ এমনি মরেছে বা পশুর কবলে পড়ে বিদীর্ণ
হয়েছে এমন পশুর চর্বি অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু তোমরা কোন মতে তা খাবে না;
২৫ কেননা যে কোন পশু যা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করা যেতে পারে, তার চর্বি যে
কেউ খাবে, তাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে; ২৬ যেইখানে বাস কর না
কেন তোমরা কোন পশু বা পাখির রক্ত খাবে না; ২৭ যে কেউ কোন প্রকার রক্ত খাবে, তাকে তার
আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।'

২৮ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২৯ 'ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: যে কেউ প্রভুর
উদ্দেশে মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করে, সে সেই মিলন-যজ্ঞ থেকেই প্রভুর কাছে অর্ঘ্য এনে দেবে: ৩০
প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে যা উৎসর্গ করতে হবে, সে নিজেরই হাতে তা, অর্থাৎ বুকের সঙ্গে
চর্বি এনে দেবে; বুকটা দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারেই প্রভুর সামনে দোলায়িত হবে। ৩১
যাজক বেদির উপরে সেই চর্বি পুড়িয়ে দেবে, কিন্তু বুকটা আরোনের ও তার সন্তানদেরই হবে। ৩২
তোমরা নিজ নিজ মিলন-যজ্ঞবলির ডান জঙ্ঘা বাঁচিয়ে রেখে তা কর হিসাবে যাজককে দেবে; ৩৩
আরোনের সন্তানদের মধ্যে যে কেউ মিলন-যজ্ঞবলির রক্ত ও চর্বি উৎসর্গ করে, ডান জঙ্ঘা হবে তার
প্রাপ্য। ৩৪ কেননা ইস্রায়েল সন্তানদের কাছ থেকে আমি মিলন-যজ্ঞের দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি
অনুসারে উৎসর্গীকৃত বুক ও উত্তোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে উৎসর্গীকৃত জঙ্ঘা নিজেরই জন্য
দাবি করি, এবং তা চিরস্থায়ী বিধিরূপে আরোন যাজককে ও তার সন্তানদের দিলাম।'

৩৫ যেদিনে আরোন ও তাঁর সন্তানেরা প্রভুর যাজকত্ব অনুশীলন করতে নিযুক্ত হলেন, সেদিন থেকে
প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য থেকে এটিই তাঁদের প্রাপ্য অংশ। ৩৬ তাঁদের অভিষেকের দিনে প্রভু
ইস্রায়েল সন্তানদের তাঁদের এ-ই দিতে আজ্ঞা করলেন: এ তাদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী
বিধি।

[৩৭] এটিই আহুতি, শস্য-নৈবেদ্য, পাপার্থে বলিদান, সংস্কার-বলিদান, নিয়োগ-রীতি ও মিলন-যজ্ঞ
সংক্রান্ত ব্যবস্থা; [৩৮] এমন ব্যবস্থা, যা প্রভু সিনাই পর্বতে মোশীর সামনে সেদিন জারি করলেন,
যেদিন তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের, সিনাই মরুপ্রান্তরে, প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করতে আজ্ঞা
দিলেন।

আরোন ও তাঁর সন্তানদের পবিত্রীকরণ

৮ প্রভু মোশীকে বললেন, [২] 'তুমি আরোনকে ও তার সঙ্গে তার সন্তানদের, এবং পোশাকগুলোকে,
অভিষেকের তেল ও পাপার্থে বলিদানের বাছুরকে, ভেড়া দু'টোকে ও খামিরবিহীন রুটির ডালা সঙ্গে
নাও, [৩] আর সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত কর।' [৪] মোশী প্রভুর
আজ্ঞা অনুসারে সেইমত করলেন; এবং জনমণ্ডলী সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে একত্রে সমবেত হল।
[৫] তখন মোশী জনমণ্ডলীকে বললেন, 'প্রভু তা-ই করতে আজ্ঞা করেছেন।' [৬] মোশী আরোন ও তাঁর
সন্তানদের কাছে এনে জলে স্নান করালেন; [৭] পরে আরোনকে অঙ্গরক্ষিণী পরালেন, তাঁর কোমরে
বন্ধনী দিলেন, তাঁর গায়ে চাদর ও এফোদও দিলেন, এবং এফোদের বুনানি করা বাঁধনে গা বেষ্টন
করে তার সঙ্গে এফোদটিকে বেঁধে দিলেন। [৮] তাঁর বুকে বুকপাটা দিলেন, এবং বুকপাটায় উরিম ও
তুম্মিম লাগালেন। [৯] পরে তাঁর মাথায় পাগড়ি দিলেন, ও তাঁর কপালে পাগড়ির উপরে সোনার
পাতের পবিত্র মুকুট দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[১০] পরে মোশী অভিষেকের তেল নিয়ে আবাসটি ও তার মধ্যে যা কিছু ছিল, সেই সমস্তই অভিষিক্ত
করে পবিত্রীকৃত করলেন। [১১] তিনি সাতবার বেদির উপরে জল ছিটিয়ে দিলেন, এবং বেদি ও
বেদি-সংক্রান্ত সকল পাত্র, প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা পবিত্রীকৃত করার জন্য অভিষিক্ত করলেন। [১২]
অভিষেকের তেলের খানিকটা আরোনের মাথায় ঢেলে তাঁকে পবিত্রীকৃত করার জন্য অভিষিক্ত
করলেন।

[১৩] পরে আরোনের সন্তানদের কাছে এনে তাদেরও অঙ্গরক্ষিণী পরালেন, তাদের কোমরে বন্ধনী
দিলেন, ও তাদের মাথায় শিরোভূষণ বেঁধে দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[১৪] পরে মোশী পাপার্থে বলিদানের বাছুরটা কাছে আনালেন, এবং আরোন ও তাঁর সন্তানেরা
পাপার্থে বলিদানের বাছুরের মাথায় হাত রাখলেন। [১৫] মোশী তা জবাই করলেন; পরে মোশী তার
খানিকটা রক্ত নিয়ে, আঙুল দিয়ে বেদির চারপাশে শৃঙ্গগুলো ভিজিয়ে বেদিকে পাপমুক্ত করলেন,
এবং বেদির পাদদেশে বাকি সমস্ত রক্ত ঢেলে দিলেন, ও তার উপরে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি সম্পাদন করার
জন্য তা পবিত্রীকৃত করলেন। [১৬] পরে তিনি অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি, ও যকৃতের অন্ত্রাপ্লাবক এবং
দুই মেটে ও তার চর্বি নিলেন, এবং মোশী তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন। [১৭] কিন্তু তিনি
বাছুরটাকে তার চামড়া, মাংস ও গোবর সমেত শিবিরের বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন—যেমনটি
প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

[১৮] পরে তিনি আহুতির ভেড়াটা কাছে আনালেন, এবং আরোন ও তাঁর সন্তানেরা সেই ভেড়ার
মাথায় হাত রাখলেন। [১৯] মোশী তা জবাই করলেন; পরে বেদির চারপাশে তার রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে
ছড়িয়ে দিলেন; [২০] পরে ভেড়াটা টুকরো টুকরো করলেন, এবং তার মাথা, মাংসের টুকরোগুলো ও
চর্বি পুড়িয়ে দিলেন। [২১] তার অন্ত্ররাজি ও পা জলে ধুয়ে দেওয়ার পর মোশী গোটা ভেড়াটা বেদির

উপরে পুড়িয়ে দিলেন; এ সুরভিত আহুতি; এ প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, যেমন প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

২২ পরে তিনি দ্বিতীয় ভেড়া, অর্থাৎ নিয়োগ-রীতির ভেড়াটা কাছে আনালেন, এবং আরোন ও তাঁর
সন্তানেরা ওই ভেড়ার মাথায় হাত রাখলেন। ২৩ মোশী তা জবাই করলেন; পরে তার খানিকটা রক্ত
নিয়ে আরোনের ডান কানের প্রান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে দিলেন।
২৪ মোশী আরোনের সন্তানদের কাছে আনলেন, ও সেই রক্তের খানিকটা নিয়ে তাদের ডান কানের
প্রান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে দিলেন; বাকি রক্ত তিনি বেদির
চারপাশে ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিলেন; ২৫ পরে চর্বি ও লেজ এবং অন্ত্ররাজিতে লাগানো সমস্ত
চর্বি, যকৃতে লাগানো অন্ত্রাপ্লাবক, চর্বি-সহ দুই মেটে ও ডান জঙ্ঘা নিলেন। ২৬ প্রভুর সামনে রাখা
খামিরবিহীন রুটির ডালা থেকে একখানি খামিরবিহীন পিঠা, তেলে ভাজা ময়দার একখানি পিঠা ও
একখানি চাপাটি নিয়ে ওই চর্বি ও ডান জঙ্ঘার উপরে রাখলেন। ২৭ তিনি আরোনের ও তাঁর
সন্তানদের হাতে সেই সমস্ত দিয়ে প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে দোলালেন। ২৮
পরে মোশী তাঁদের হাত থেকে সেই সমস্ত নিয়ে তা বেদিতে আহুতিবলির উপরে পুড়িয়ে দিলেন; এ
গ্রহণীয় সৌরভ, নিয়োগ-রীতির নৈবেদ্য; এ প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য। ২৯ পরে মোশী বুকটা
নিয়ে প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে দোলালেন; এ নিয়োগ-রীতির ভেড়া থেকে
মোশীর অংশ, যেমন প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

৩০ পরে মোশী অভিষেকের তেল থেকে ও বেদির উপরে রাখা রক্ত থেকে খানিকটা নিয়ে তা
আরোনের ও তাঁর পোশাকের উপরে, এবং সেইসঙ্গে তাঁর সন্তানদের ও তাঁদের পোশাকের উপরে
ছিটিয়ে দিয়ে আরোনকে ও তাঁর সমস্ত পোশাক এবং সেইসঙ্গে তাঁর সন্তানদের ও তাঁদের সমস্ত
পোশাক পবিত্রীকৃত করলেন।

৩১ মোশী আরোনকে ও তাঁর সন্তানদের বললেন, 'তোমরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে মাংসটা সিদ্ধ
কর; এবং "আরোন ও তাঁর সন্তানেরা তা খাবে" আমার কাছে দেওয়া এই আজ্ঞা অনুসারে তোমরা
সেখানে তা খাও, নিয়োগ-রীতির ডালায় রাখা রুটিও খাও। ৩২ মাংসের ও রুটির যা কিছু বাকি
থাকবে, তা আগুনে পুড়িয়ে দাও। ৩৩ তোমরা সাত দিন, অর্থাৎ তোমাদের নিয়োগ-রীতির শেষদিন
পর্যন্ত সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বার ছেড়ে বাইরে যাবে না, কারণ তোমাদের নিয়োগ-রীতি সাত দিন
ধরেই চলবে। ৩৪ আজ যেমন করা হয়েছে, প্রভু আজ্ঞা দিয়েছেন, তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি
পালন করার জন্য তেমনি করা হবে। ৩৫ অতএব, পাছে তোমাদের মৃত্যু ঘটে, তোমরা সাত দিন
ধরে দিবারাত্রই সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে থেকে প্রভুর আদেশ রক্ষা করবে; কেননা আমি তেমন
আজ্ঞাই পেয়েছি।' ৩৬ প্রভু মোশীর মধ্য দিয়ে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, আরোন ও তাঁর সন্তানেরা সেই
সমস্ত পালন করলেন।

যাজকদের অর্পিত প্রথম বলিদান

৯ অষ্টম দিনে মোশী আরোনকে ও তাঁর সন্তানদের এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গকে ডাকলেন। ২ তিনি
আরোনকে বললেন, 'তুমি পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা মদ্দা বাছুরকে, ও আহুতির জন্য একটা
ভেড়া নিয়ে প্রভুর কাছে নিবেদন কর: বাছুর ও ভেড়া দু'টোরই দেহে কোথাও খুঁত থাকবে না। ৩

ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি বলবে: প্রভুর সামনে জবাই করার জন্য তোমরা পাপার্থে বলিদানের জন্য
একটা ছাগ, আহুতির জন্য এক বছরের খুঁতবিহীন একটা বাছুর ও একটা মেষশাবক, ৪
মিলন-যজ্ঞের জন্য একটা বৃষ ও একটা ভেড়া, এবং তেল-মেশানো শস্য-নৈবেদ্য নেবে, কেননা
আজ প্রভু তোমাদের দেখা দেবেন।'
৫ মোশীর আজ্ঞামত তারা এই সবকিছু সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে আনল, আর গোটা জনমণ্ডলী এগিয়ে
এসে প্রভুর সামনে দাঁড়াল। ৬ তখন মোশী বললেন, 'প্রভু তোমাদের একাজ করতে আজ্ঞা করেছেন,
এ করলে তোমাদের কাছে প্রভুর গৌরব প্রকাশ পাবে।' ৭ মোশী আরোনকে বললেন, 'বেদির কাছে
এগিয়ে যাও, তোমার পাপার্থে বলি ও আহুতিবলি উৎসর্গ কর, তোমার নিজের জন্য ও তোমার
কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন কর; জনগণের অর্ঘ্যও নিবেদন কর, ও তাদের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন কর; যেমন প্রভু আজ্ঞা দিয়েছেন।'
৮ তাই আরোন বেদির কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের জন্য পাপার্থে বলিদানের বাছুর জবাই করলেন।
৯ তাঁর সন্তানেরা তাঁর কাছে বাছুরের রক্ত আনলেন, তিনি আঙুল রক্তে ডুবিয়ে বেদির শৃঙ্গগুলো
ভিজিয়ে দিলেন, এবং বাকি সমস্ত রক্ত বেদির পাদদেশে ঢেলে দিলেন; ১০ কিন্তু পাপার্থে বলির চর্বি,
মেটে ও যকৃতে লাগানো অন্ত্রাপ্লাবক বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন, যেমন প্রভু মোশীকে আজ্ঞা
দিয়েছিলেন। ১১ তার মাংস ও চামড়া তিনি শিবিরের বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। ১২ পরে তিনি
আহুতিবলি জবাই করলেন, এবং তাঁর সন্তানেরা তাঁর কাছে তার রক্ত আনলে তিনি বেদির চারপাশে
তা ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিলেন। ১৩ তাঁরা আহুতিবলির মাংসের টুকরোগুলো ও মাথাও তাঁর কাছে
আনলেন, আর তিনি সেই সবকিছু বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন। ১৪ পরে তিনি তার অন্ত্ররাজি ও পা
ধুয়ে দিয়ে বেদিতে আহুতিবলির উপরে পুড়িয়ে দিলেন।
১৫ পরে তিনি জনগণের অর্ঘ্য নিবেদন করলেন, এবং জনগণের জন্য পাপার্থে বলিদানের ছাগ
নিয়ে তা প্রথমটার মত জবাই করে একটা পাপার্থে বলিদান উৎসর্গ করলেন। ১৬ পরে তিনি
আহুতিবলি আনিয়ে তা বিধিমতে উৎসর্গ করলেন। ১৭ এরপর, সকালের আহুতি ছাড়া, তিনি
শস্য-নৈবেদ্য আনিয়ে তার এক মুঠো নিয়ে তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন। ১৮ তিনি জনগণের
জন্য মিলন-যজ্ঞরূপে ওই বৃষ ও ভেড়া জবাই করলেন, এবং তাঁর সন্তানেরা তাঁর কাছে তার রক্ত
আনলে তিনি বেদির চারপাশে তা ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিলেন। ১৯ বৃষের চর্বি ও ভেড়ার লেজ
এবং অন্ত্ররাজিতে ও মেটেতে লাগানো চর্বি ও যকৃতে লাগানো অন্ত্রাপ্লাবক, ২০ এই সমস্ত চর্বি তাঁরা
দুই বুকের উপরে রাখলেন, আর তিনি সেই সমস্ত কিছু বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন। ২১ আরোন
প্রভুর সামনে দুই বুক ও ডান জঙ্ঘা দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে দোলালেন; যেমন মোশী
আজ্ঞা দিয়েছিলেন।
২২ পরে আরোন জনগণের দিকে দু'হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করলেন; আর তিনি পাপার্থে
বলিদান, আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ সমাধা করে নেমে এলেন।
২৩ মোশী ও আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, পরে দু'জনে বেরিয়ে এসে জনগণকে
আশীর্বাদ করলেন; তখন সমস্ত জনগণের কাছে প্রভুর গৌরব প্রকাশ পেল। ২৪ প্রভুর সামনে থেকে
আগুন নির্গত হয়ে বেদির উপরের সেই আহুতিবলি ও চর্বি গ্রাস করল: তা দেখে গোটা জনগণ
আনন্দধ্বনি তুলে উপুড় হয়ে পড়ল।

১০ তখন এমনটি ঘটল যে, আরোনের সন্তান নাদাব ও আবিহু এক একজন একটা ধূপদানি নিয়ে
তাতে আগুন দিলেন, ও তার উপরে ধূপ দিয়ে প্রভুর সামনে তাঁর আজ্ঞার বিপরীতে এমন আগুন
উৎসর্গ করলেন যা বিধেয় নয়। ২ কিন্তু প্রভুর সামনে থেকে একটা আগুন নির্গত হয়ে তাঁদের গ্রাস
করল, আর তাঁরা প্রভুর সামনে মারা পড়লেন। ৩ তখন মোশী আরোনকে বললেন, 'প্রভু ঠিক
এবিষয়েই কথা বলেছিলেন, যখন বলেছিলেন: যারা আমার কাছে এগিয়ে আসে, আমি তাদের
মাঝে নিজেকে পবিত্র বলে প্রকাশ করব, ও গোটা জনগণের সামনে গৌরবান্বিত হব।' আরোন চুপ
করে থাকলেন। ৪ মোশী আরোনের জেঠা মশায় উজ্জিয়েলের সন্তান মিশায়েল ও এল্সাফানকে ডেকে
তাদের বললেন, 'এগিয়ে এসো, তোমাদের ওই দু'জন ভাইকে তুলে পবিত্রধামের সামনে থেকে
শিবিরের বাইরে নিয়ে যাও।' ৫ তারা এগিয়ে এসে অঙ্গরক্ষিণী সমেত তাদের তুলে শিবিরের বাইরে
নিয়ে গেল, যেমন মোশী বলেছিলেন।

৬ আরোনকে ও তাঁর দুই সন্তান এলেয়াজার ও ইথামারকে মোশী বললেন, 'তোমরা এমনভাবে
মাথার চুল উষ্কখুষ্ক করো না, তোমাদের পোশাকও ছিঁড়ে ফেলো না, পাছে তোমাদের মৃত্যু ঘটে ও
গোটা জনমণ্ডলীর উপরে তাঁর ক্রোধ জ্বলে ওঠে; বরং তোমাদের ভাইয়েরা, অর্থাৎ গোটা
ইস্রায়েলকুল, প্রভু যে আকস্মিক মৃত্যু ঘটালেন, তার জন্য শোক পালন করুক। ৭ তোমরা
সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বার ছেড়ে দূরে যেয়ো না, পাছে তোমাদের মৃত্যু ঘটে, কেননা তোমাদের গায়ে
প্রভুর অভিষেকের তেল রয়েছে!' তাই তাঁরা মোশীর কথামত ব্যবহার করলেন।

৮ প্রভু আরোনকে বললেন, ৯ 'তুমি বা তোমার সন্তানেরা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করার সময়ে
আঙুররস বা উগ্র পানীয় খেয়ো না, পাছে তোমাদের মৃত্যু ঘটে: এ চিরস্থায়ী বিধি, যা পুরুষানুক্রমে
তোমাদের পক্ষে পালনীয়। ১০ এভাবে তোমরা পবিত্র ও অপবিত্র, এবং শুচি ও অশুচির মধ্যে প্রভেদ
নির্ণয় করতে পারবে, ১১ এবং প্রভু মোশীর মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের যে সকল বিধি দিয়েছেন,
তা তাদের শেখাতে পারবে।'

১২ পরে মোশী আরোনকে ও তাঁর বেঁচে যাওয়া দুই সন্তান এলেয়াজার ও ইথামারকে বললেন,
'প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের বাকি যে শস্য-নৈবেদ্য রয়েছে, তা নিয়ে তোমরা বেদির পাশে বিনা
খামিরে খাও, কেননা তা পরমপবিত্র। ১৩ পবিত্র কোন এক স্থানে তা খাবে, কেননা প্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের মধ্যে তা-ই তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রাপ্য অংশ। কারণ আমি এই আজ্ঞা
পেয়েছি। ১৪ যা দোলাতে হবে, সেই বুক, ও যা উত্তোলন করতে হবে, সেই জঙ্ঘা তুমি ও তোমার
ছেলেমেয়েরা শুচি কোন এক স্থানে খাবে, কেননা ইস্রায়েল সন্তানদের মিলন-যজ্ঞ থেকেই তা
তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রাপ্য অংশ বলে দেওয়া হয়েছে। ১৫ তারা চর্বিওয়ালা যত অংশের
সঙ্গে উত্তোলনীয় জঙ্ঘা ও দোলনীয় বুক দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে প্রভুর সামনে দোলাবার
জন্য আনবে; তা চিরস্থায়ী অধিকার রূপে তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রাপ্য অংশ হবে; যেমন
প্রভু আজ্ঞা করেছিলেন।'

১৬ পরে মোশী যত্ন সহকারে পাপার্থে বলিদানের ছাগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, আর আবিষ্কার
করলেন যে, তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; তাই তিনি আরোনের বেঁচে যাওয়া দুই সন্তান এলেয়াজার
ও ইথামারের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ১৭ 'সেই পাপার্থে বলি তোমরা পবিত্রধামের এলাকার মধ্যে

খাওনি কেন? তা তো পরমপবিত্র! এবং প্রভু তা তোমাদের দিয়েছেন, তা যেন জনমণ্ডলীর অপরাধের দণ্ড বহন করে, যাতে তার উপরে তোমরা প্রভুর সামনে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন কর। ১৮ দেখ, পবিত্রস্থানের ভিতরে তার রক্ত আনা হয়নি; আমার আজ্ঞা অনুসারে পবিত্রধামের এলাকার মধ্যেই তোমাদের তা খাওয়া উচিত ছিল!' ১৯ তখন আরোন মোশীকে বললেন, 'দেখ, ওরা আজ প্রভুর উদ্দেশে নিজ নিজ পাপার্থে বলি ও নিজ নিজ আহুতিবলি উৎসর্গ করেছে, আর আমার উপর এই সমস্ত কিছু পড়েছে। আমি যদি আজ পাপার্থে বলি খেতাম, তবে প্রভু এ কি ভাল মনে করতেন?' ২০ তেমন কথা শুনে মোশী সন্তুষ্ট হলেন।

শুচি-অশুচি পশু

১১ প্রভু মোশী ও আরোনকে বললেন, ২ 'তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের বল: স্থলভূমিতে যত জন্তু রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যে সকল পশু তোমরা খেতে পারবে, সেগুলো এই: ৩ চতুষ্পদ পশুদের মধ্যে যে কোন পশুর খুর সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড, এবং জাবর কাটে, সেই পশুকে তোমরা খেতে পারবে; ৪ কিন্তু যেগুলো জাবর কাটে ও যেগুলোর খুর দ্বিখণ্ড, সেগুলোর মধ্যে তোমরা এই এই পশু খাবে না: উট, সে তো জাবর কাটে বটে, কিন্তু তার খুর দ্বিখণ্ড নয়, তাই উট তোমাদের পক্ষে অশুচি হবে; ৫ শাফন, সে তো জাবর কাটে বটে, কিন্তু তার খুর দ্বিখণ্ড নয়, তাই শাফন তোমাদের পক্ষে অশুচি হবে; ৬ খরগোশ, সে তো জাবর কাটে বটে, কিন্তু তার খুর দ্বিখণ্ড নয়, তাই খরগোশ তোমাদের পক্ষে অশুচি হবে; ৭ শূকর, তার খুর সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ড বটে, কিন্তু জাবর কাটে না, তাই শূকর তোমাদের পক্ষে অশুচি হবে। ৮ তোমরা এগুলোর মাংস খাবে না, এবং এগুলোর লাশও স্পর্শ করবে না; এগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি।

৯ জলচর প্রাণীর মধ্যে যে সকল জন্তু তোমরা খেতে পারবে, সেগুলো এই: জলাশয়ে, অর্থাৎ সমুদ্রে বা নদীতে চরে এমন জন্তুর মধ্যে যেগুলোর ডানা ও আঁশ আছে, সেগুলো তোমরা খেতে পারবে। ১০ কিন্তু সমুদ্রে বা নদীতে চরে বা বাস করে এমন জন্তুগুলোর মধ্যে যেগুলোর ডানা ও আঁশ নেই, সেগুলো তোমাদের পক্ষে জঘন্য বলে গণ্য হবে। ১১ সেগুলো তোমাদের পক্ষে জঘন্য হবে; তোমরা সেগুলোর মাংস খাবে না ও সেগুলোর লাশ জঘন্য বলে গণ্য করবে। ১২ জলজন্তুর মধ্যে যেগুলোর ডানা ও আঁশ নেই, সেই সবগুলো তোমাদের পক্ষে জঘন্য হবে।

১৩ পাখিদের মধ্যে এই সবগুলো তোমাদের পক্ষে জঘন্য হবে, এই সবগুলো তোমরা খাবে না, কেননা জঘন্য, যথা: ঈগল, হাড়গিলে ও কুরল, ১৪ চিল ও যে কোন প্রকার গৃধ্র, ১৫ যে কোন প্রকার কাক, ১৬ উটপাখি, রাত্রিশ্যেন, গাঙচিল ও যে কোন প্রকার শ্যেন, ১৭ পেচক, মাছরাঙা ও মহাপেচক, ১৮ দীর্ঘগল হাঁস, গগনভেলা ও শকুন, ১৯ সারস ও যে কোন প্রকার বক, টিটিভ ও বাদুড়।

২০ চার পায়ে চরে এমন পাখাবিশিষ্ট পোকা তোমাদের পক্ষে জঘন্য হবে। ২১ তথাপি চার পায়ে চরে এমন পাখাবিশিষ্ট পোকার মধ্যে মাটিতে লাফ দেওয়ার জন্য যেগুলোর পায়ের নলি লম্বা, সেগুলো তোমরা খেতে পারবে। ২২ তাই যে কোন প্রকার পঙ্গপাল, যে কোন প্রকার বাঘাফড়িং, যে কোন প্রকার ঝিঁঝি ও যে কোন প্রকার অন্য ফড়িং—এই সবগুলো তোমরা খেতে পারবে। ২৩ বাকি এমন সব চতুষ্পদ পোকার পাখা আছে, সেগুলো তোমাদের পক্ষে জঘন্য হবে।

২৪ উল্লিখিত এই সকল পশুর কারণে তোমরা অশুচি হবে: যে কেউ সেগুলোর লাশ স্পর্শ করবে,

সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; ২৫ আর যে কেউ সেগুলোর লাশ বইবে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। ২৬ সেই সকল জন্তু যেগুলোর খুর থাকলেও তা দ্বিখণ্ড নয়, এবং জাবর কাটে না, সেগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি; যে কেউ সেগুলোকে স্পর্শ করে, সে অশুচি হবে। ২৭ সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে যে যে জন্তু থাবা দিয়ে চলে, সেগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি; যে কেউ সেগুলোর লাশ স্পর্শ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; ২৮ যে কেউ সেগুলোর লাশ বইবে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; সেগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি।

২৯ মাটির বুকে চরে এমন সরিসৃপের মধ্যে এই সবগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি বলে গণ্য করা হবে: যে কোন প্রকার বেজি, ইঁদুর ও টিকটিকি, ৩০ গোসাপ, নীল টিকটিকি, মেটে গিড়গিড়ি, সবুজ টিকটিকি ও কাঁকলাশ। ৩১ সরিসৃপের মধ্যে এই সবগুলো তোমাদের পক্ষে অশুচি হবে; এই সবগুলো মরলে যে কেউ সেগুলোকে স্পর্শ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; ৩২ সেগুলোর মধ্যে কারও লাশ যে জিনিসের উপরে পড়বে, তাও অশুচি হবে; কাঠের পাত্র বা বস্ত্র বা চামড়া বা ছালা, কর্মযোগ্য যে কোন পাত্র হোক, তা জলে ডোবাতে হবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তা অশুচি থাকবে, পরে শুচি হবে; ৩৩ মাটির কোন পাত্রের মধ্যে সেগুলোর লাশ পড়লে তার মধ্যে যা কিছু আছে তা অশুচি হবে, ও তোমরা সেই পাত্র ভেঙে ফেলবে; ৩৪ যে কোন খাদ্য সামগ্রীর উপরে সেই জল পড়বে, তা অশুচি হবে; এই ধরনের সকল পাত্রে সবধরনের পানীয় দ্রব্য অশুচি হবে; ৩৫ যে কোন জিনিসের উপরে সেগুলোর লাশের খানিকটা পড়ে, তা অশুচি হবে; এবং যদি তন্দুরে বা চুল্লিতে পড়ে, তবে তা ভেঙে ফেলতে হবে; তা অশুচি, তোমাদের পক্ষে অশুচি বলে গণ্য করা হবে; ৩৬ কেবল জলের উৎস বা কুয়ো, অর্থাৎ যে কোন জলকুণ্ড, শুচি হবে; কিন্তু যে কেউ তার মধ্যে সেগুলোর লাশ স্পর্শ করবে, সে অশুচি হবে; ৩৭ সেগুলোর লাশের খানিকটা যদি এমন বীজের উপরে পড়ে যা বুনতে হবে, তবে তা শুচি থাকবে; ৩৮ কিন্তু বীজের উপরে জল থাকলে যদি সেগুলোর লাশের খানিকটা তার উপরে পড়ে, তবে তা তোমাদের পক্ষে অশুচি বলে গণ্য হবে।

৩৯ যে কোন পশু তোমরা খেতে পার, সেই পশু মরলে, যে কেউ তার লাশ স্পর্শ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; ৪০ যে কেউ তার লাশের মাংস খাবে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; আর যে কেউ সেই লাশ বইবে, সেও তার পোশাক ধুয়ে নেবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে।

৪১ ভূচর প্রতিটি প্রাণী জঘন্য, তা অখাদ্য হবে। ৪২ উরোগামী হোক কিংবা চার পায়ে বা এর চেয়ে বেশি পায়ে চলুক, যে কোন ভূচর প্রাণী হোক, তোমরা তা খাবে না, তা জঘন্য। ৪৩ কোন উরোগামী প্রাণী দ্বারা তোমরা নিজেদের জঘন্য করবে না, ও সেই সবগুলো দ্বারা নিজেদের অশুচি করবে না, পাছে এর ফলে কলুষিত হও; ৪৪ কেননা আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর; সুতরাং তোমরা নিজেদের পবিত্রিত কর, নিজেরাই পবিত্র হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র; তোমরা ভূমির উপরে চরে যে কোন প্রকার উরোগামী জীব দ্বারা নিজেদের কলুষিত করবে না; ৪৫ কেননা আমিই প্রভু তোমাদের আপন পরমেশ্বর হবার জন্য মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছি; সুতরাং তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র। ৪৬ পশু, পাখি, জলচর সমস্ত প্রাণী ও উরোগামী ভূচর সমস্ত প্রাণীর বিষয়ে নির্দেশ এই, ৪৭ যেন তোমরা শুচি অশুচি জিনিসের ও খাদ্য অখাদ্য প্রাণীর প্রভেদ জানতে পার।'

প্রসবের পরে স্ত্রীলোকের শুচীকরণ

১২ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২ ‘তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যে স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করে
ছেলে প্রসব করে, সে সাত দিন অশুচি থাকবে, যেমন ঋতুজনিত অশুচিতাকালে, তেমনি সে অশুচি
থাকবে। ৩ অষ্টম দিনে শিশুটির লিঙ্গের অগ্রচর্ম পরিচ্ছেদিত হবে। ৪ সেই স্ত্রীলোক তার রক্তস্রাব
শুচীকরণের জন্য তেত্রিশ দিন অপেক্ষা করবে; যেপর্যন্ত শুচীকরণের দিনগুলি পূর্ণ না হয়, সেপর্যন্ত
সে কোন পবিত্রীকৃত বস্তু স্পর্শ করবে না, এবং পবিত্রধামে ঢুকবে না। ৫ যদি সে মেয়ে প্রসব করে,
তবে যেমন অশুচিতাকালে, তেমনি দুই সপ্তাহ অশুচি থাকবে; পরে সে তার রক্তস্রাব শুচীকরণের
জন্য ছেষট্টি দিন অপেক্ষা করবে। ৬ পরে ছেলে বা মেয়ে প্রসবের শুচীকরণের দিনগুলি সম্পূর্ণ হলে
সে আহুতির জন্য এক বছরের একটা মেষশাবক, এবং পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা পায়রার
ছানা বা একটা ঘুঘু সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যাজকের কাছে আনবে। ৭ যাজক প্রভুর সামনে তা
উৎসর্গ করে সেই স্ত্রীলোকের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; তখন সে তার রক্তস্রাব থেকে শুচি
হবে।

ছেলে বা মেয়ে প্রসব করে এমন স্ত্রীলোকের জন্য নির্দেশ এই।

৮ তার যদি মেষশাবক যোগাবার সামর্থ্য না থাকে, তবে দু’টো ঘুঘু কিংবা দু’টো পায়রার ছানা
আনবে: একটা আহুতির জন্য, অন্যটা পাপার্থে বলিদানের জন্য। যাজক তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি
পালন করবে, আর সে শুচি হবে।’

বিবিধ চর্মরোগ

১৩ প্রভু মোশী ও আরোনকে আরও বললেন, ২ ‘যদি কোন মানুষের শরীরের চামড়ায় এমন ফোলা
বা মামড়ি বা চিক্কণ চিহ্ন পড়ে, যা সংক্রামক চর্মরোগের ঘায়ে পরিণত হতে পারে, তবে তাকে
আরোন যাজকের কাছে বা তার বংশীয় যাজকদের মধ্যে কারও কাছে আনা হবে। ৩ যাজক তার
শরীরের চামড়ায় সেই ঘা পরীক্ষা করবে; যদি ঘায়ের লোম সাদা হয়ে থাকে, এবং ঘা যদি দেখতে
শরীরের চামড়ার চেয়ে নিম্ন মনে হয়, তবে তা সংক্রামক চর্মরোগের ঘা; তা পরীক্ষা করে যাজক
তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে। ৪ কিন্তু চিক্কণ চিহ্নটা তার শরীরের চামড়ায় সাদা হলেও যদি
দেখতে চামড়ার চেয়ে নিম্ন নয়, এবং তার লোম সাদা হয়ে না থাকে, তবে যার ঘা হয়েছে, যাজক
তাকে সাত দিন আটকিয়ে রাখবে; ৫ সপ্তম দিনে যাজক তাকে পরীক্ষা করবে; আর পরীক্ষা করে
সে যদি দেখতে পায় যে, চামড়ায় ছড়িয়ে না পড়লেও তবু ঘা থেকে যাচ্ছে, তবে যাজক তাকে
আরও সাত দিন আটকিয়ে রাখবে; ৬ সপ্তম দিনে যাজক তাকে আবার পরীক্ষা করবে; আর যদি সে
দেখতে পায় যে, ঘা মলিন হয়ে রয়েছে ও চামড়ায় ছড়িয়ে পড়েনি, তবে যাজক তাকে শুচি বলে
ঘোষণা করবে: তা মামড়িমাত্র। লোকটি তার পোশাক ধুয়ে নিয়ে শুচি হবে। ৭ কিন্তু শুচিতা
ঘোষণার জন্য যাজককে দেখানো হলে পর যদি তার মামড়ি চামড়ায় ছড়িয়ে পড়ে, তবে আবার
যাজককে দেখাতে হবে; ৮ যাজক পরীক্ষা করবে, আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার মামড়ি
চামড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, তবে যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে: তা সংক্রামক চর্মরোগ।

৯ কোন মানুষের দেহে সংক্রামক চর্মরোগের ঘা হলে তাকে যাজকের কাছে আনা হবে। ১০ যাজক
পরীক্ষা করবে: যদি তার চামড়ায় সাদা ফোলা থাকে, এবং তার লোম সাদা হয়ে থাকে, ও

ফোলাতে কাঁচা মাংস থাকে, ১১ তবে তা তার শরীরের চামড়ায় পুরাতন চর্মরোগ, আর যাজক তাকে
অশুচি বলে ঘোষণা করবে; আটকিয়ে রাখবে না, কেননা সে অশুচি। ১২ চামড়ার সর্বত্র চর্মরোগ
ছড়িয়ে পড়লে যদি যাজকের দৃষ্টিগোচরে ঘা-আক্রান্ত লোকটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত চামড়া
চর্মরোগে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, ১৩ তবে যাজক তা পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার
সমস্ত দেহ চর্মরোগে আচ্ছন্ন হয়েছে, তবে যাজক, যার ঘা হয়েছে, তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে;
তার সমস্ত দেহ সাদা হওয়ায় সে শুচি। ১৪ কিন্তু যখন তার শরীরে কাঁচা মাংস দেখা দেয়, তখন সে
অশুচি হবে। ১৫ যাজক তার কাঁচা মাংস দেখে তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে; সেই কাঁচা মাংস
অশুচি: তা সংক্রামক চর্মরোগ। ১৬ সেই কাঁচা মাংস যদি আবার সাদা হয়, তবে সে যাজকের কাছে
যাবে, আর যাজক তাকে পরীক্ষা করবে, ১৭ আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার ঘা সাদা হয়ে গেছে,
তবে যাজক, যার ঘা হয়েছে, তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে: সে শুচি।

১৮ শরীরের চামড়ায় ফোড়া নিরাময় হওয়ার পর, ১৯ যদি সেই ফোড়ার জায়গায় সাদা ফোলা বা
সাদা ও কিছুটা রক্তলাল চিক্কণ চিহ্ন হয়, তবে যাজকের কাছে তা দেখাতে হবে। ২০ যাজক তা
পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার চোখে তা চামড়ার চেয়ে নিম্ন মনে হয়, ও তার
লোম সাদা হয়ে গেছে, তবে যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে: তা ফোড়ার উৎপন্ন
সংক্রামক চর্মরোগের ঘা। ২১ কিন্তু যদি যাজক তাতে সাদা লোম না দেখে, এবং তা চামড়ার চেয়ে
নিম্ন মনে না হয়, ও মলিন হয়, তবে যাজক তাকে সাত দিন আটকিয়ে রাখবে। ২২ পরে তা যদি
চামড়ায় ছড়িয়ে পড়ে, তবে যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে: তা সংক্রামক ঘা; ২৩ কিন্তু
যদি চিক্কণ চিহ্নটা তার সেই জায়গায় থাকে, ও না বাড়ে, তবে তা ফোড়ার দাগ: যাজক তাকে শুচি
বলে ঘোষণা করবে।

২৪ যদি শরীরের চামড়ায় অগ্নিদাহ হয়, ও সেই দাহের কাঁচা স্থানে কিছুটা রক্ত-মেশানো সাদা বা
কেবল সাদা চিক্কণ চিহ্ন হয়, তবে যাজক তা পরীক্ষা করবে, ২৫ আর যদি সে দেখতে পায় যে, চিক্কণ
চিহ্নে যে লোম, তা সাদা হয়ে গেছে, ও তার চোখে তা চামড়ার চেয়ে নিম্ন মনে হয়, তবে তা
অগ্নিদাহে উৎপন্ন সংক্রামক চর্মরোগ, তাই যাজক তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে: তা সংক্রামক
চর্মরোগের ঘা। ২৬ কিন্তু যদি যাজক দেখে, চিক্কণ চিহ্নে যে লোম, তা সাদা নয়, ও চিহ্ন চামড়ার
চেয়ে নিম্ন নয়, কিন্তু মলিন, তবে যাজক তাকে সাত দিন আটকিয়ে রাখবে; ২৭ সপ্তম দিনে যাজক
তাকে পরীক্ষা করবে; যদি চামড়ায় ওই রোগ ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তবে যাজক তাকে অশুচি বলে
ঘোষণা করবে: তা সংক্রামক চর্মরোগের ঘা। ২৮ যদি চিক্কণ চিহ্নটা তার জায়গায় থাকে ও চামড়ায়
বৃদ্ধি না পায়, কিন্তু মলিন হয়, তবে তা পুড়ে যাওয়া স্থানের ফোলামাত্র; যাজক তাকে শুচি বলে
ঘোষণা করবে, কেননা তা আগুনজনিত ক্ষতের চিহ্নমাত্র।

২৯ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মাথায় বা চিবুকে ঘা হলে ৩০ যাজক সেই ঘা পরীক্ষা করবে; আর যদি সে
দেখতে পায় যে, তার চোখে তা চামড়ার চেয়ে নিম্ন মনে হয়, ও হলুদ সূক্ষ্ম লোম আছে, তবে যাজক
তাকে অশুচি বলে ঘোষণা করবে: তা ছুলি, তা মাথার বা চিবুকের সংক্রামক চর্মরোগ। ৩১ যাজক
যদি ছুলির ঘা পরীক্ষা করে, আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার চোখে তা চামড়ার চেয়ে নিম্ন নয়,
ও তাতে কালো লোম নেই, তবে যাজক সেই ছুলির ঘা-আক্রান্ত লোকটিকে সাত দিন আটকিয়ে
রাখবে। ৩২ সপ্তম দিনে যাজক ঘা পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, সেই ছুলি বাড়েনি,

তাতে হলুদ লোমও হয়নি, এবং দেখতে চামড়ার চেয়ে ছুলি নিম্ন মনে হয় না, ৩৩ তবে লোকটি
মুন্ডিত হবে, কিন্তু ছুলির জায়গা মুন্ডন করা হবে না; পরে যাজক ওই ছুলি-আক্রান্ত লোকটিকে
আরও সাত দিন আটকিয়ে রাখবে; ৩৪ সপ্তম দিনে যাজক সেই ছুলি পরীক্ষা করবে; আর যদি সে
দেখতে পায় যে, সেই ছুলি চামড়ায় বাড়েনি, ও দেখতে চামড়ার চেয়ে নিম্ন হয়নি, তবে যাজক
তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে, আর লোকটি তার পোশাক ধুয়ে নিয়ে শুচি হবে। ৩৫ শুচি হওয়ার
পর যদি তার চামড়ায় ছুলি ছড়িয়ে পড়ে, ৩৬ তবে যাজক তাকে পরীক্ষা করবে; আর যদি সে
দেখতে পায় যে, তার চামড়ায় ছুলি বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে যাজক পরীক্ষা করে দেখবে না লোমটা
হলুদ কিনা; সে অশুচি; ৩৭ কিন্তু তার দৃষ্টিতে যদি ছুলি না বেড়ে থাকে, ও তাতে কালো লোম উঠে
থাকে, তবে সেই ছুলি নিরাময় হয়েছে, লোকটি শুচি, আর যাজক তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে।
৩৮ যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের শরীরের চামড়ায় স্থানে স্থানে চিক্কণ চিহ্ন, সাদাই চিক্কণ চিহ্ন
হয়, ৩৯ তবে যাজক তা পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, তার চামড়া থেকে নির্গত
চিক্কণ চিহ্নটা মলিন সাদা, তবে তা চামড়ায় উৎপন্ন সাধারণ ফোড়া: লোকটি শুচি। ৪০ যে মানুষের
চুল মাথা থেকে খসে পড়ে, সে নেড়া, কিন্তু শুচি। ৪১ যার চুল মাথার প্রান্ত থেকে খসে পড়ে, সে
কপালে নেড়া, কিন্তু শুচি; ৪২ কিন্তু যদি নেড়া মাথায় কি নেড়া কপালে কিছুটা রক্ত-মেশানো সাদা ঘা
হয়, তবে তা তার নেড়া মাথায় বা নেড়া কপালে উৎপন্ন সংক্রামক চর্মরোগ; ৪৩ যাজক তাকে
পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, নেড়া মাথায় বা নেড়া কপালে এমন কিছুটা
রক্ত-মেশানো সাদা ঘা হয়েছে যা শরীরের চামড়ায় সংক্রামক চর্মরোগের মত, ৪৪ তবে লোকটি
সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত; সে অশুচি; যাজক তাকে নিশ্চয় অশুচি বলে ঘোষণা করবে; তার
মাথায় সংক্রামক চর্মরোগের ঘা রয়েছে।
৪৫ যার সংক্রামক চর্মরোগের ঘা হয়েছে, তার পোশাক ছেঁড়া থাকবে, তার মাথার চুল উষ্কখুষ্ক
থাকবে, সে চিবুক কাপড় দিয়ে ঢেকে "অশুচি, অশুচি" বলে চিৎকার করে বেড়াবে। ৪৬ যতদিন তার
গায়ে ঘা থাকবে, ততদিন সে অশুচি থাকবে; সে অশুচি, সে একাকী বাস করবে, তার বাসস্থান
শিবিরের বাইরেই হবে।
৪৭ পশমের বা ক্ষোম কাপড়ে যদি কোন কলুষের দাগ হয়, ৪৮ পশমের বা ক্ষোমের তানাতে বা
বুনানিতে যদি হয়, কিংবা চামড়া-জাতীয় বা চামড়ার তৈরী কোন জিনিসে যদি হয়, ৪৯ এবং কাপড়ে
বা চামড়া-জাতীয় জিনিসে বা তানাতে বা বুনানিতে বা চামড়ার তৈরী কোন জিনিসে যদি কিছুটা
সবুজ বা কিছুটা লাল দাগ হয়, তবে তা কোন একটা কলুষের দাগ; তা যাজককে দেখাতে হবে; ৫০
যাজক ওই দাগ পরীক্ষা ক'রে যে বস্তুতে দাগ দেখা দিয়েছে, তা সাত দিন আটকিয়ে রাখবে; ৫১
সপ্তম দিনে যাজক ওই দাগ পরীক্ষা করবে, যদি কাপড়ে বা তানাতে বা বুনানিতে বা চামড়া-জাতীয়
বা চামড়ার তৈরী জিনিসে সেই দাগ বেড়ে থাকে, তবে তা সংক্রামক রোগ; বস্তুটা অশুচি; ৫২ তাই
কাপড় বা পশমের তৈরী বা ক্ষোমের তৈরী তানা বা বুনানি বা চামড়ার তৈরী জিনিস, যা-ই কিছুতে
সেই দাগ হয়, তা যাজক পুড়িয়ে দেবে, কারণ তা সংক্রামক রোগ, তা আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে।
৫৩ কিন্তু যাজক পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, সেই দাগ কাপড়ে বা তানাতে বা
বুনানিতে বা চামড়া-জাতীয় কোন জিনিসে বেড়ে ওঠেনি, ৫৪ তবে যাজক, যে জিনিসে দাগ হয়েছে,
তা ধুয়ে দিতে আজ্ঞা দেবে, এবং সাত দিন তা আটকিয়ে রাখবে। ৫৫ তা ধৌত হওয়ার পর যাজক

সেই দাগ পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, সেই দাগ না বাড়লেও তবু অন্য রঙ ধারণ করেনি, তবে তা অশুচি, তুমি তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে; তা ভিতরে-বাইরে সংক্রমণ-ক্ষত। ৫৬ কিন্তু যদি যাজক পরীক্ষা করে, আর যদি সে দেখতে পায় যে, ধুয়ে দেওয়ার পর সেই দাগ তার দৃষ্টিতে মলিন হয়েছে, তবে সে ওই কাপড় থেকে বা চামড়া-জাতীয় জিনিস থেকে বা তানা বা বুনানি থেকে তা ছিঁড়ে ফেলবে। ৫৭ তথাপি যদি সেই কাপড়ে বা তানাতে বা বুনানিতে বা চামড়ার তৈরী কোন জিনিসে তা আবার দেখা দেয়, তবে সেই সংক্রামক রোগ গতিশীল; যা কিছুতে সেই দাগ থাকে, তা তুমি আগুনে পুড়িয়ে দেবে; ৫৮ আর যে কাপড় বা কাপড়ের তানা বা বুনানি বা চামড়া-জাতীয় যে কোন জিনিস ধুয়ে দেবে, তা থেকে যদি সেই দাগ উঠে যায়, তবে আর একবার তা ধুয়ে দেবে; তখন তা শুচি হবে। ৫৯ শুচি বা অশুচি বলার জন্য পশমের বা ক্ষোমের কাপড়ে বা তানাতে বা বুনানিতে বা চামড়ার তৈরী কোন পাত্রে রোগের দাগ দেখা দিলে, সেগুলোকে শুচি বা অশুচি বলার ব্যাপারে নির্দেশ এই।'

চর্মরোগীর শুচীকরণ

১৪ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২ 'সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত লোকের শুচীকরণের দিনে তার পক্ষে বিধান এই: তাকে যাজকের কাছে আনা হবে। ৩ যাজক শিবিরের বাইরে গিয়ে পরীক্ষা করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, লোকটির রোগের ঘা নিরাময় হয়েছে, ৪ তবে যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের জন্য জীবন্ত দু'টো শুচি পাখি, এরসকাঠ, লাল পশম ও হিসোপ—এই সব কিছু আনতে আজ্ঞা করবে। ৫ যাজক একটা মাটির পাত্রে স্রোত-জলের উপরে একটা পাখি জবাই করতে আজ্ঞা করবে; ৬ পরে সে ওই জীবিত পাখি, এরসকাঠ, লাল পশম ও হিসোপ নিয়ে ওই স্রোত-জলের উপরে জবাই করা পাখির রক্তে জীবিত পাখির সঙ্গে সেই সব ডোবাবে, ৭ এবং চর্মরোগ থেকে যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের উপরে সাতবার জল ছিটিয়ে তাকে শুচি বলে ঘোষণা করবে, এবং ওই জীবিত পাখিকে খোলা মাঠের দিকে ছেড়ে দেবে। ৮ তখন যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোক তার পোশাক ধুয়ে নিয়ে ও সমস্ত চুল খেউরি করে জলে স্নান করবে, আর এইভাবে সে শুচি হবে; তারপরে সে শিবিরে ঢুকতে পারবে, কিন্তু সাত দিন তাঁবুর বাইরে থাকবে। ৯ সপ্তম দিনে সে তার মাথার চুল, দাড়ি, ভ্রূ ও গোটা দেহের লোম খেউরি করবে, এবং তার পোশাক ধুয়ে নিয়ে নিজে জলে স্নান করে শুচি হবে। ১০ অষ্টম দিনে সে খুঁতবিহীন দু'টো মেষশাবক ও সেই ধরনের এক বছরের একটা মাদী মেষশাবক এবং শস্য-নৈবেদ্যের জন্য তেল-মেশানো সেরা ময়দার দশ ভাগের তিন ভাগ ও এক লোগ তেল আনবে; ১১ পরে শুচীকরণে নিযুক্ত যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোককে ও ওই সবকিছু নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে দাঁড় করাবে; ১২ যাজক একটা মেষশাবক নিয়ে তা সংস্কার-বলিরূপে উৎসর্গ করবে, এবং তা ও সেই এক লোগ তেল দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে প্রভুর সামনে দোলাবে। ১৩ যেখানে পাপার্থে বলি ও আহুতিবলি জবাই করা হয়, সেই পবিত্র স্থানে মেষশাবকটাকে জবাই করবে, কেননা যাজকের পক্ষে সংস্কার-বলি পাপার্থে বলির মত; তা পরমপবিত্র। ১৪ যাজক ওই সংস্কার-বলির খানিকটা রক্ত নিয়ে, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের ডান কানের প্রান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে দেবে। ১৫ যাজক সেই এক লোগ তেলের

কিছুটা অংশ নিয়ে নিজ বাঁ হাতের তালুতে ঢেলে দেবে। ১৬ তার বাঁ হাতে যে তেল রয়েছে, যাজক
সেই তেলে নিজ ডান হাতের আঙুল চুবিয়ে আঙুল দিয়ে সেই তেল থেকে কিছুটা কিছুটা সাতবার
প্রভুর সামনে ছিটিয়ে দেবে। ১৭ তার হাতে যে তেল, তার কিছুটা নিয়ে যাজক, যাকে শুচীকৃত
করতে হয়, সেই লোকের ডান কানের প্রান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে
দেবে—সংস্কার-বলির রক্ত যেখানে দেওয়া হয়েছিল, তার উপরেও। ১৮ তার হাতে বাকি যে তেল,
তা নিয়ে যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের মাথায় তা ঢেলে দেবে; সে এইভাবেই
প্রভুর সামনে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে। ১৯ পরে যাজক পাপার্থে বলিদান উৎসর্গ
করবে, এবং যাকে শুচীকৃত করতে হয়, তার শুচীকরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে,
এরপর আহুতিবলি জবাই করবে। ২০ আহুতি ও শস্য-নৈবেদ্য বেদিতে উৎসর্গ করে যাজক তার জন্য
প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর এইভাবে সে শুচি হবে।

২১ লোকটি যদি গরিব হয় ও এত যোগাবার সামর্থ্য তার না থাকে, তবে সে নিজের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করাবার উদ্দেশ্যে সংস্কার-বলির জন্য একটা মেষশাবক, ও শস্য-নৈবেদ্য ও
তেল-মেশানো সেরা ময়দার দশ ভাগের এক ভাগ ও এক লোগ তেল দোলনীয় রীতি অনুসারে
নিবেদন করবে। ২২ তার সামর্থ্য অনুসারে সে দু'টো ঘুঘু বা দু'টো পায়রার ছানাও আনবে: তার
একটা হবে পাপার্থে বলিদানের জন্য, অন্যটা হবে আহুতির জন্য। ২৩ অষ্টম দিনে সে তার
শুচীকরণের জন্য সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে যাজকের কাছে সেগুলো আনবে। ২৪
যাজক সংস্কার-বলিদানের মেষশাবক ও উল্লিখিত সেই এক লোগ তেল নিয়ে প্রভুর সামনে
দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি অনুসারে তা দোলাবে। ২৫ পরে সে সংস্কার-বলিদানের মেষশাবক জবাই
করবে, এবং যাজক সংস্কার-বলির খানিকটা রক্ত নিয়ে, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের
ডান কানের প্রান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে দেবে। ২৬ সেই তেল থেকে
খানিকটা নিয়ে নিজ বাঁ হাতের তালুতে ঢেলে দেবে; ২৭ যাজক ডান হাতের আঙুল দিয়ে, বাঁ হাতে
যে তেল আছে, তা থেকে কিছুটা কিছুটা সাতবার প্রভুর সামনে ছিটিয়ে দেবে। ২৮ তার হাতে যে
তেল, তার কিছুটা নিয়ে যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, সেই লোকের ডান কানের প্রান্ত, ডান
হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে দেবে—সংস্কার-বলির রক্ত যেখানে দেওয়া
হয়েছিল, তার উপরেও। ২৯ তার হাতে বাকি যে তেল, তা নিয়ে যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়,
সেই লোকের মাথায় তা ঢেলে দেবে; সে এইভাবেই প্রভুর সামনে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন
করবে। ৩০ পরে সে তার সামর্থ্য অনুসারে আনা দু'টো ঘুঘুর বা দু'টো পায়রার ছানার মধ্যে একটা
উৎসর্গ করবে; ৩১ অর্থাৎ তার সামর্থ্য অনুসারে শস্য-নৈবেদ্যের সঙ্গে একটা পাপার্থে বলিরূপে,
অন্যটা আহুতিবলিরূপে উৎসর্গ করবে, এবং যাজক, যাকে শুচীকৃত করতে হয়, তার জন্য প্রভুর
সামনে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে। ৩২ সংক্রামক চর্মরোগের ঘা-আক্রান্ত যে লোকটি নিজের
শুচীকরণ ব্যাপারে অসমর্থ, তার জন্য নির্দেশ এই।'

৩৩ প্রভু মোশী ও আরোনকে আরও বললেন, ৩৪ 'আমি যে দেশ অধিকাররূপে তোমাদের দিচ্ছি,
সেই কানান দেশে তোমরা প্রবেশ করার পর যদি আমি তোমাদের সেই অধিকৃত দেশের কোন ঘরে
সংক্রামক চর্মরোগের জীবানুর উদ্ভব ঘটাই, ৩৫ তবে সেই ঘরের মালিক এসে যাজককে একথা
জানাবে, "আমার মনে হয়, আমার ঘরে চর্মরোগের দাগের মত দাগ দেখা দিচ্ছে।" ৩৬ তখন যাজক

আজ্ঞা দেবে, ওই দাগ দেখবার জন্য সেই ঘরে তার ঢোকবার আগে যেন ঘরটা শূন্য করা হয়, পাছে
ঘরের সমস্ত বস্তু অশুচি হয়; পরে যাজক ঘর দেখবার জন্য ঢুকবে। ৩৭ যাজক সেই দাগ পরীক্ষা
করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, ঘরের দেওয়ালে দাগ নিম্ন ও কিছুটা সবুজ বা লাল হয়েছে,
এবং তার দৃষ্টিতে দেওয়ালের গায়ের চেয়ে তা নিম্ন মনে হয়, ৩৮ তবে যাজক ঘর থেকে বেরিয়ে
দরজায় দাঁড়িয়ে সাত দিন ওই ঘর রুদ্ধ করে রাখবে; ৩৯ সপ্তম দিনে যাজক আবার এসে পরীক্ষা
করবে; আর যদি সে দেখতে পায় যে, ঘরের দেওয়ালে সেই দাগ বেড়েছে, ৪০ তবে সে আজ্ঞা
করবে, যেন আক্রান্ত পাথরগুলো উৎপাটন করে লোকেরা শহরের বাইরে অশুচি এক জায়গায় তা
ফেলে দেয়। ৪১ পরে যাজক ঘরের ভিতরটা চারদিকে ঘষে পরিষ্কার করবে, ও তারা সেই ঘর্ষণের
ধুলা শহরের বাইরে অশুচি এক জায়গায় ফেলে দেবে। ৪২ তারা সেই পাথরের জায়গায় অন্য পাথর
বসাবে, ও অন্য প্রলেপ দিয়ে ঘর লেপে দেবে। ৪৩ এইভাবে পাথর উৎপাটন করলে, ঘর ঘষলে ও
লেপন করলে পর যদি আবার দাগ জন্মে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, তবে যাজক এসে পরীক্ষা করবে; ৪৪
আর যদি সে দেখতে পায় যে, ওই ঘরে দাগ বেড়েছে, তবে সেই ঘরে সংক্রামক রোগ আছে: সেই
ঘর অশুচি। ৪৫ লোকেরা ওই ঘর ভেঙে ফেলবে, এবং ঘরের পাথর, কাঠ ও প্রলেপ সবই শহরের
বাইরে অশুচি এক জায়গায় নিয়ে যাবে। ৪৬ ওই ঘর যতদিন রুদ্ধ থাকে, ততদিন যে কেউ তার
ভিতরে যায়, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; ৪৭ আর যে কেউ সেই ঘরে শোয়, সে তার পোশাক
ধুয়ে নেবে; এবং যে কেউ সেই ঘরে খায়, সেও তার পোশাক ধুয়ে নেবে।

৪৮ কিন্তু যাজক ঢুকে যদি দেখে যে, সেই ঘর লেপনের পর দাগ আর বাড়েনি, তবে সে সেই ঘর
শুচি বলে ঘোষণা করবে, কেননা দাগ নিরাময় হয়েছে। ৪৯ সে সেই ঘর পাপমুক্ত করার জন্য দু'টো
পাখি, এরসকাঠ, লাল পশম ও হিসোপ নেবে, ৫০ এবং একটা মাটির পাত্রে স্রোত-জলের উপরে
একটা পাখি জবাই করবে; ৫১ পরে সে ওই এরসকাঠ, হিসোপ, লাল পশম ও জীবিত পাখি, এই
সবকিছু নিয়ে জবাই করা পাখির রক্তে ও স্রোত-জলে ডুবিয়ে সাতবার ঘরে ছিটিয়ে দেবে। ৫২
এইভাবে পাখির রক্ত, স্রোত-জল, জীবিত পাখি, এরসকাঠ, হিসোপ ও লাল পশম, এই সবকিছু
দিয়ে সেই ঘর পাপমুক্ত করবে। ৫৩ পরে ওই জীবিত পাখি শহরের বাইরে খোলা মাঠের দিকে ছেড়ে
দেবে, এবং ঘরের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; তখন ঘর শুচি হবে।

৫৪ এই নির্দেশ সবধরনের চর্মরোগ ও ছুলি, ৫৫ কাপড় ও ঘরের রোগ, ৫৬ ফোলা, মামড়ি ও চিক্কণ
চিহ্ন সংক্রান্ত, ৫৭ যেন জানা যেতে পারে এই সমস্ত কখন্ অশুচি ও কখন্ শুচি। এ হল চর্মরোগ
সংক্রান্ত নির্দেশ।'

বিবিধ প্রকার যৌন অশুচিতা

১৫ প্রভু মোশী ও আরোনকে আরও বললেন, ২ 'তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল;
তাদের বল: পুরুষের শরীরে প্রমেহ হলে, তার সেই প্রমেহ তার পক্ষে অশুচিতাজনক। ৩ প্রমেহের
জন্য তার অশুচিতার অবস্থা এই: প্রমেহ শরীর থেকে ক্ষরুক বা শরীরে বদ্ধ হোক, এ হল তার
অশুচিতা। ৪ প্রমেহ-আক্রান্ত লোক যে কোন বিছানায় শোয়, তা অশুচি হবে; যা কিছুর উপরে সে
বসে, তাও অশুচি হবে; ৫ যে কেউ তার বিছানা স্পর্শ করে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান
করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; ৬ যে কোন বস্তুর উপরে প্রমেহী বসে, তার উপরে যদি কেউ

বসে, তবে সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; ৭ যে কেউ
প্রমেহীর দেহ স্পর্শ করে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি
থাকবে। ৮ প্রমেহী যদি শুচি কোন লোকের গায়ে থুথু ফেলে, তবে সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে
স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে; ৯ প্রমেহী যে কোন পশুর গদির উপরে উঠে বসে, তা
অশুচি হবে। ১০ যে কেউ তার নিচে থাকা কোন জিনিস স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে;
যে কেউ সেই জিনিস তোলে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি
থাকবে। ১১ প্রমেহী হাত জলে ধুয়ে না নিয়ে যাকে স্পর্শ করে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে
স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। ১২ প্রমেহী যে কোন মাটির পাত্র স্পর্শ করে, তা ভেঙে
ফেলতে হবে, ও কাঠের সমস্ত পাত্র জলে ধুতে হবে। ১৩ প্রমেহী যখন নিজ প্রমেহ থেকে নিরাময়
হবে, তখন সে তার শুচীকরণের জন্য সাত দিন গুনবে, এবং নিজের পোশাক ধুয়ে নেবে ও
স্রোত-জলে স্নান করবে; পরে শুচি হবে। ১৪ অষ্টম দিনে সে নিজের জন্য দু'টো ঘুঘু বা দু'টো
পায়রার ছানা নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে এসে সেগুলোকে যাজকের হাতে দেবে;
১৫ যাজক তার একটা পাপার্থে বলিরূপে, অন্যটা আহুতিবলিরূপে উৎসর্গ করবে; যাজক এইভাবেই
তার প্রমেহের কারণে তার জন্য প্রভুর সামনে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে।

১৬ যদি কোন পুরুষের রেতঃপাত হয়, তবে সে সর্বাঙ্গীণ জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি
থাকবে। ১৭ যে কোন পোশাক বা চামড়ার উপর রেতঃপাত হয়, তা জলে ধুতে হবে, এবং তা সন্ধ্যা
পর্যন্ত অশুচি থাকবে। ১৮ স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে মিলন হলে তারা দু'জনে জলে স্নান করবে, ও
সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে।

১৯ যে স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হয়, অর্থাৎ তার শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হলে তার অশুচি অবস্থা সাত
দিন থাকবে, এবং যে কেউ তাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। ২০ অশুচিতাকালে সে
যে কোন বিছানায় শোবে তা অশুচি হবে; যা কিছুর উপরে বসবে, তাও অশুচি হবে। ২১ যে কেউ
তার বিছানা স্পর্শ করবে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি
থাকবে। ২২ যে কেউ এমন আসন স্পর্শ করে যার উপরে সে বসেছে, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে,
জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। ২৩ তার বিছানা বা আসনের উপরে কোন কিছু
থাকলে যে কেউ তা স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। ২৪ অশুচিতাকালে যে পুরুষ তার
সঙ্গে মিলিত হয়, তার অশুচিতা তাকে কলুষিত করবে, আর সে সাত দিন অশুচি থাকবে; যে কোন
বিছানায় সে শোয়, তাও অশুচি হবে।

২৫ ঋতুকালের বাইরে যদি কোন স্ত্রীলোকের বহুদিন ধরে রক্তস্রাব হয়, কিংবা তার ঋতুকাল যদি
বেশি দিনের হয়, তবে যতদিন তার রক্তস্রাব হয়, ততদিন ধরে সে ঋতুকালের মত অশুচি থাকবে;
২৬ সেই রক্তস্রাবের পুরা কাল যে কোন বিছানায় সে শোবে, তা তার পক্ষে ঋতুকালের বিছানার মত
হবে; যে কোন আসনের উপরে সে বসবে, তাও ঋতুকালের মত অশুচি হবে। ২৭ যে কেউ সেই
সবকিছু স্পর্শ করবে, সে অশুচি হবে; পোশাক ধুয়ে জলে স্নান করবে, ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি
থাকবে। ২৮ সেই স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব নিরাময় হলে সে সাত দিন গুনবে, তারপর সে শুচি হবে; ২৯
অষ্টম দিনে সে নিজের জন্য দু'টো ঘুঘু বা দু'টো পায়রার ছানা নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তা
যাজকের কাছে আনবে; ৩০ যাজক তার একটা পাপার্থে বলিরূপে, ও অন্যটা আহুতিবলিরূপে উৎসর্গ

করবে, তার সেই অশুচিতাজনক রক্তস্রাবের কারণে যাজক প্রভুর সামনে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে।

[৩১] তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের সেই সবকিছু থেকে দূরে রাখবে যা তাদের অশুচি করতে পারে, পাছে তাদের মাঝে অবস্থিত আমার আবাস কলুষিত করলে তারা তাদের অশুচি অবস্থার কারণে মারা পড়ে। [৩২] প্রমেহী ও রেতঃপাতে অশুচি লোক, [৩৩] এবং ঋতুতে অশুচি স্ত্রীলোক, স্রাব-আক্রান্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং অশুচি স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে পুরুষ মিলিত হয়, এই সকলের জন্য নির্দেশ এই।'

মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিবস

১৬ আরোনের দুই সন্তান প্রভুর কাছে একটি অর্ঘ্য নিবেদন করতে করতে মারা পড়ার পর, প্রভু মোশীর সঙ্গে কথা বললেন। [২] প্রভু মোশীকে একথা বললেন, 'তোমার ভাই আরোনকে বল, যেন সে পবিত্রস্থানে পরদার ভিতরে, মঞ্জুষার উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে যখন তখন প্রবেশ না করে, পাছে তার মৃত্যু হয়; কেননা আমি প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরেই একটি মেঘে দেখা দিই। [৩] আরোন পবিত্রধামে এইভাবে প্রবেশ করবে: পাপার্থে বলিদানের জন্য সে একটা বাছুর ও আহুতির জন্য একটা ভেড়া সঙ্গে নিয়ে যাবে। [৪] সে ক্ষোম-কাপড়ের পবিত্র অঙ্গরক্ষিণী পরিধান করবে, ক্ষোমের জাঙাল পরিধান করবে, কোমরে ক্ষোম-বন্ধনী দেবে, এবং মাথায় ক্ষোমের পাগড়ি দেবে: এগুলিই সেই পবিত্র পোশাক, যা সর্বাঙ্গীণ জলে স্নান করার পর সে পরিধান করবে। [৫] ইস্রায়েল সন্তানদের জনমণ্ডলীর কাছ থেকে সে পাপার্থে বলিদানের জন্য দু'টো ছাগ ও আহুতির জন্য একটা ভেড়া গ্রহণ করে নেবে।

[৬] আরোন নিজের জন্য পাপার্থে বলিদানের বাছুরটাকে উৎসর্গ করে নিজের জন্য ও নিজের কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার পর [৭] সেই দু'টো ছাগ নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তা প্রভুর সামনে দাঁড় করাবে; [৮] এবং ওই দু'টো ছাগের মধ্যে কোন্‌টা প্রভুর জন্য ও কোন্‌টা আজাজেলের জন্য, তা জানবার জন্য আরোন গুলিবাঁট করবে। [৯] গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ প্রভুর জন্য হয়, আরোন তা নিয়ে পাপার্থে বলিরূপে উৎসর্গ করবে; [১০] কিন্তু গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ আজাজেলের জন্য হয়, সেটাকে জীবিত অবস্থায় প্রভুর সামনে দাঁড় করানো হবে, যেন সেটাকে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করা হয় ও পরে সেটাকে মরুপ্রান্তরে আজাজেলের কাছে পাঠানো হয়।

[১১] নিজের জন্য পাপার্থে বলিরূপে বাছুরটাকে উৎসর্গ করে, ও নিজের জন্য ও নিজের কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে আরোন নিজের জন্য পাপার্থে বলিরূপে সেই বাছুরটাকে জবাই করার পর [১২] প্রভুর সামনে থেকে, বেদির উপর থেকেই নেওয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ ধূপদানি ও এক মুঠো গুঁড়ো করা সুগন্ধি ধূপ নিয়ে পরদার ভিতরে যাবে। [১৩] সেই ধূপ প্রভুর সামনে জ্বালানো আগুনে দেবে, যেন সাক্ষ্যলিপির উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসন ধূপের ধূম-মেঘে ঢাকা পড়ে আর সে যেন না মরে। [১৪] পরে সে ওই বাছুরটার খানিকটা রক্ত নিয়ে তা প্রায়শ্চিত্তাসনের পুবপাশে আঙুল দিয়ে ছিটিয়ে দেবে, এবং আঙুল দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে ওই রক্ত সাতবার ছিটিয়ে দেবে।

[১৫] পরে সে জনগণের জন্য পাপার্থে বলিরূপে ছাগটা জবাই করে তার রক্ত পরদার ভিতরে এনে যেমন বাছুরের রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল, এর রক্ত নিয়েও তেমনি করবে—প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরে ও

প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে তা ছিটিয়ে দেবে। ১৬ ইস্রায়েল সন্তানদের নানা ধরনের অশুচিতা, অন্যায় ও
সমস্ত পাপের কারণে সে এইভাবেই পবিত্রস্থানের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; একই প্রকারে
সে তা করবে সেই সাক্ষাৎ-তাঁবুর জন্য, যা তাদের নানা ধরনের অশুচিতার মধ্যে তাদের সঙ্গে
অবস্থিত। ১৭ প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য পবিত্রস্থানে প্রবেশ করার সময় থেকে যতক্ষণ না সে
বেরিয়ে আসে, যতক্ষণ নিজের জন্য, নিজের কুলের জন্য, ও গোটা ইস্রায়েল জনসমাবেশের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত-রীতি শেষ না করে, ততক্ষণ ধরে কেউই যেন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে না থাকে। ১৮ তাই একবার
বেরিয়ে এসে, প্রভুর সামনে যে বেদি রয়েছে, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি
পালন করবে, এবং সেই বাছুরের খানিকটা রক্ত ও ছাগের খানিকটা রক্ত নিয়ে বেদির চারদিকে
শৃঙ্গগুলোর উপরে দেবে। ১৯ সে বাকিটুকু রক্ত নিয়ে নিজের আঙুল দিয়ে তা বেদির উপরে সাতবার
ছিটিয়ে দেবে: এভাবে তা শুচি করবে, ও ইস্রায়েল সন্তানদের অশুচিতা থেকে তা পবিত্রীকৃত
করবে।

২০ পবিত্রস্থান, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি সমাধা হওয়ার পর সে সেই জীবিত
ছাগটাকে আনবে। ২১ আরোন সেই জীবিত ছাগের মাথায় তাঁর দু'হাত রাখবে, এবং ইস্রায়েল
সন্তানদের সমস্ত শঠতা, তাদের সমস্ত অন্যায় ও তাদের নানা ধরনের পাপ তার উপরে স্বীকার
করবে; সেইসব ওই ছাগের মাথায় রাখার পর সে একাজে নিযুক্ত একটি লোকের হাত দিয়ে ছাগটা
মরুপ্রান্তরে পাঠিয়ে দেবে। ২২ ওই ছাগ নিজের উপরে তাদের সমস্ত শঠতা তুলে জনশূন্য জায়গায়
বয়ে নিয়ে যাবে। ছাগটাকে মরুপ্রান্তরে ছেড়ে দেওয়ার পর ২৩ আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করবে,
এবং পবিত্রস্থানে প্রবেশ করার সময়ে যে সকল ক্ষোম-পোশাক পরিধান করেছিল, তা খুলে সেই
জায়গায় ফেলে রাখবে। ২৪ সে পবিত্র একটি স্থানে জলে স্নান করে নিজের পোশাক পরিধান করে
বাইরে আসবে, এবং নিজের আহুতি ও জনগণের আহুতিবলি উৎসর্গ করে নিজের জন্য ও
জনগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, ২৫ এবং পাপার্থে বলির চর্বি বেদিতে পুড়িয়ে দেবে।

২৬ যে লোকটি আজাজেলের কাছে ছাগটাকে ছেড়ে দিয়েছিল, সে নিজের জামাকাপড় ধুয়ে নেবে,
ও নিজে জলে স্নান করে নেবে; পরেই শিবিরে ফিরে আসবে। ২৭ পাপার্থে বলিদানের বাছুর ও
পাপার্থে বলিদানের ছাগ—যাদের রক্ত প্রায়শ্চিত্তের জন্য পবিত্রস্থানে নেওয়া হয়েছিল—দু'টোকেই
শিবিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং তাদের চামড়া, মাংস ও গোবর পুড়িয়ে দেওয়া হবে। ২৮ যে
লোক সেইসব পুড়িয়ে দেবে, সে নিজের জামাকাপড় ধুয়ে নেবে, ও নিজে জলে স্নান করে নেবে;
পরেই শিবিরে ফিরে আসবে।

২৯ তোমাদের জন্য এ হবে চিরস্থায়ী বিধি; সপ্তম মাসে, সেই মাসের দশম দিনে স্বদেশীয় লোক
ও এমন বিদেশী লোকও যে তোমাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে, তোমরা সকলেই তোমাদের
প্রাণ অবনমিত করবে ও যে কোন কর্ম থেকে বিরত থাকবে। ৩০ কেননা সেই দিন তোমাদের শুচি
করার উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালিত হবে; তোমরা প্রভুর সামনে তোমাদের
সকল পাপ থেকে শুচীকৃত হবে। ৩১ তোমাদের পক্ষে তা হবে সাব্বাতীয় বিশ্রাম, এবং তোমরা
তোমাদের প্রাণ অবনমিত করবে: এ চিরস্থায়ী বিধি।

৩২ পিতার পদে যাজকত্ব অনুশীলন করতে যাকে অভিষেক ও নিয়োগ-রীতি দ্বারা নিযুক্ত করা হবে,
সেই যাজক প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; সে ক্ষোমের পোশাক অর্থাৎ পবিত্র পোশাকগুলো পরিধান

করবে। ৩৩ সে পরম পবিত্রস্থানের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, সাক্ষাৎ-তাঁবুর ও বেদির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, এবং যাজকদের ও জনসমাবেশের সকল জনগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে।

৩৪ ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য তাদের সমস্ত পাপের কারণে বছরে একবার প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করা তোমাদের পক্ষে চিরস্থায়ী বিধি হবে।'

আর প্রভু মোশীকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেইমত করা হল।

রক্তের প্রতি সম্মান

১৭ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২ 'তুমি আরোনকে, তার সন্তানদের ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: প্রভু এই আজ্ঞা দিয়েছেন: ৩ ইস্রায়েলকুলের মধ্যে কোন লোক শিবিরের মধ্যে বা শিবিরের বাইরে একটা বলদ বা একটা ভেড়া বা একটা ছাগ জবাই করে, ৪ কিন্তু প্রভুর আবাসের সামনে প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করার জন্য তা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে আনে না, সেই লোককে রক্তপাত-অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে; সে রক্তপাত করেছে, সেই লোককে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। ৫ সুতরাং ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের যজ্ঞীয় পশু খোলা মাঠেই বলিদান না ক'রে—যেইভাবে করে থাকে!—সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারেই বরং যাজকের কাছে এনে সেই সমস্ত পশু প্রভুর উদ্দেশে মিলন-যজ্ঞরূপে বলিদান করুক। ৬ যাজক সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর বেদির উপরে সেগুলোর রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে, এবং চর্বি প্রভুর উদ্দেশে সৌরভরূপে পুড়িয়ে দেবে। ৭ তবে তারা, যে লোমওয়ালাদের পিছু পিছু গিয়ে ব্যভিচার করে, তাদের উদ্দেশে আর বলিদান করবে না। এ চিরস্থায়ী বিধি, যা পুরুষানুক্রমে তাদের পক্ষে পালনীয়।

৮ তাদের তুমি আরও বল: ইস্রায়েলকুলের মধ্যে কোন লোক বা তাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে এমন কোন বিদেশী লোক যদি আহুতি বা যজ্ঞবলি নিবেদন করে, ৯ কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করার জন্য তা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে না আনে, তবে তাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

১০ ইস্রায়েলকুলের মধ্যে কোন লোক, বা তাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে এমন কোন বিদেশী লোক যদি কোন প্রকার রক্ত খায়, তবে যে লোকটা রক্ত খায়, তার প্রতি আমি বিমুখ হব ও তার আপন জনগণের মধ্য থেকে তাকে উচ্ছেদ করব। ১১ কেননা দেহের প্রাণ রক্তেই থাকে; আর এজন্যই আমি তোমাদের এমনটি দিয়েছি, তোমরা যেন তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার উদ্দেশ্যে তা বেদির উপরে রাখ; কেননা প্রাণ হওয়ায় রক্তই প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে। ১২ এজন্যই আমি ইস্রায়েল সন্তানদের বললাম: তোমাদের মধ্যে কেউই রক্ত খাবে না, তোমাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে এমন বিদেশী লোকও রক্ত খাবে না।

১৩ ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে কোন লোক বা তাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে এমন কোন বিদেশী লোক যদি শিকার করে এমন কোন পশু বা পাখি ধরে যা খাওয়া বিধেয়, তবে সে তার রক্ত ঢেলে দিয়ে মাটিতে ঢেকে দেবে। ১৪ কেননা প্রতিটি প্রাণীর রক্তই তার প্রাণ, আর সেই প্রাণ তার রক্তেই থাকে; এজন্যই আমি ইস্রায়েল সন্তানদের বললাম: তোমরা কোন প্রাণীর রক্ত খাবে না,

কেননা প্রতিটি প্রাণীর রক্তই তার প্রাণ; যে কেউ তা খাবে, তাকে উচ্ছেদ করা হবে।

১৫ এমনি মারা গেছে কিংবা অন্য পশুর কবলে পড়ে বিদীর্ণ হয়েছে এমন পশুর মাংস স্বদেশী বা
বিদেশীদের মধ্যে যে কেউ খায়, সে তার পোশাক ধুয়ে নেবে, জলে স্নান করবে, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত
অশুচি থাকবে; পরে শুচি হবে। ১৬ কিন্তু যদি পোশাক ধুয়ে না নেয় ও স্নান না করে, তবে সে তার
নিজের অপরাধের দণ্ড নিজে বহন করবে।'

দাম্পত্য-মিলনের প্রতি সম্মান

১৮ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: আমিই প্রভু
তোমাদের পরমেশ্বর! ৩ তোমরা যেখানে বাস করেছ, সেই মিশর দেশের আচার-আচরণ অনুযায়ী
আচরণ করবে না; যে কানান দেশে আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি, সেখানকার আচার-আচরণ
অনুযায়ী আচরণও করবে না ও তাদের বিধি অনুসারেও চলবে না। ৪ তোমরা আমারই নিয়মনীতি
মেনে চলবে, আমারই বিধিগুলো পালন করবে ও সেই পথে চলবে। আমিই প্রভু তোমাদের
পরমেশ্বর! ৫ সুতরাং তোমরা আমার বিধিগুলো ও আমার নিয়মনীতি পালন করবে; যে কেউ
সেগুলো পালন করবে, সে সেগুলিতে জীবন পাবে। আমিই প্রভু!

৬ তোমরা কেউই কোন আত্মীয়ার উলঙ্গতা অনাবৃত করার জন্য তার কাছে যাবে না। আমিই প্রভু!
৭ তুমি তোমার মাতার উলঙ্গতা অনাবৃত করে তোমার পিতারই উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: সে
তোমার আপন মাতা, তার উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না। ৮ তোমার পিতার বধূর উলঙ্গতা অনাবৃত
করবে না: তা তোমার আপন পিতারই উলঙ্গতা ৯ তোমার বোন—তোমার পিতার কন্যা বা মাতার
কন্যা, গৃহজাতা হোক বা অন্যত্র জাতা হোক, তাদের উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না। ১০ তোমার
পৌত্রীর বা দৌহিত্রীর উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না, কেননা তা তোমারই উলঙ্গতা। ১১ তোমার পিতার
বধূর কন্যা যে তোমার পিতার ঘরে জন্মেছে, তার উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: সে তোমার বোন।
১২ তোমার পিসির উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: সে তোমার পিতার আপন মাংস। ১৩ তোমার মাসীর
উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: সে তোমার মাতার আপন মাংস। ১৪ তোমার জেঠার উলঙ্গতা অনাবৃত
করবে না, অর্থাৎ তার বধূর কাছে যাবে না: সে তোমার জেঠীমা। ১৫ তোমার পুত্রবধূর উলঙ্গতা
অনাবৃত করবে না: সে তোমার ছেলের স্ত্রী; তার উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না। ১৬ তোমার ভাইয়ের
স্ত্রীর উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না: তা তোমার ভাইয়ের উলঙ্গতা। ১৭ কোন স্ত্রীলোক ও তার মেয়ের
উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না; উলঙ্গতা অনাবৃত করার জন্য তার পৌত্রীকে বা দৌহিত্রীকে নেবে না:
তারা পরস্পর আত্মীয়; এ জঘন্য কাজ। ১৮ স্ত্রী জীবিত থাকতে স্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্য উলঙ্গতা
অনাবৃত করার জন্য তার বোনকে বিবাহ করবে না। ১৯ কোন স্ত্রীলোকের ঋতুজনিত অশুচিতাকালে
তার উলঙ্গতা অনাবৃত করতে তার কাছে যাবে না। ২০ তুমি তোমার স্বজাতীয়ের স্ত্রীর কাছে গিয়ে
নিজেকে কলুষিত করবে না। ২১ তোমার বংশজাত কাউকেও মোলক দেবের উদ্দেশে আগুনের মধ্য
দিয়ে যেতে দেবে না ও তোমার পরমেশ্বরের নাম অপবিত্র করবে না। আমিই প্রভু! ২২ স্ত্রীলোকের
সঙ্গে যে মিলন, পুরুষলোকের সঙ্গে তেমন মিলনে মিলিত হবে না, তা জঘন্য কাজ। ২৩ তুমি কোন
পশুর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেকে অশুচি করবে না; কোন স্ত্রীলোক কোন পশুর সঙ্গে মিলিত হবার
জন্য তার সামনে দাঁড়াবে না; এ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ।

২৪ তোমরা এই সমস্ত দিয়ে নিজেদের অশুচি করবে না, কেননা যে জাতিগুলোকে আমি তোমাদের
সামনে থেকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছি, তারা এই সমস্ত দিয়েই নিজেদের অশুচি করেছে; ২৫ দেশও
অশুচি হয়েছে, তাই আমি তার অপরাধের দণ্ড দিতে যাচ্ছি ও দেশ তার আপন অধিবাসীদের
উদ্গিরণ করল। ২৬ সুতরাং তোমরা আমার বিধি ও আমার নিয়মনীতি পালন করবে, ওই সকল
জঘন্য কাজের কোন কাজ করবে না; স্বদেশীয় হোক, কিংবা সেই বিদেশীয় হোক যে তোমাদের
মাঝে প্রবাসী হয়ে বাস করে, কেউই তা করবে না। ২৭ কেননা তোমাদের আগে যারা সেখানে ছিল,
ওই দেশের সেই জনগণ তেমন জঘন্য কাজ করায় দেশ অশুচি হয়েছে। ২৮ সাবধান, সেই দেশ
যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী ওই জাতিকে উদ্গিরণ করল, তেমনি যেন তোমাদের দ্বারা অশুচি হয়ে
তোমাদেরও উদ্গিরণ না করে! ২৯ কেননা যে কেউ ওই সকল জঘন্য কাজের মধ্যে কোন কাজ
করবে, তাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। ৩০ সুতরাং তোমরা আমার
আদেশ পালন করবে, তোমাদের আগে যে সকল জঘন্য কাজ প্রচলিত ছিল, তার কিছুই তোমরা
করবে না, তা করে নিজেদের অশুচিও করবে না। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!'

সৃষ্টজীব স্রষ্টার পবিত্রতার অংশী হতে আহূত

১৯ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর কাছে কথা বল; তাদের
বল: তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর, আমি নিজেই পবিত্র।

৩ তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন মাতাকে ও আপন আপন পিতাকে ভয় করবে, এবং আমার
সাব্বাৎ সকল পালন করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

৪ তোমরা অসার সেই প্রতিমাগুলোর প্রতি মুখ ফেরাবে না, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা
দেবতাও তৈরি করবে না। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

৫ যখন তোমরা প্রভুর উদ্দেশে মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ কর, তখন বলিটা এমনভাবেই উৎসর্গ কর,
যেন গ্রহণীয় হয়। ৬ তোমাদের যজ্ঞের দিনে ও তারপর দিনেই তা খেতে হবে; তৃতীয় দিন পর্যন্ত যা
কিছু বাকি থাকে, তা আগুনে পোড়াতে হবে। ৭ তৃতীয় দিনে খেলে, তবে তা জঘন্য ব্যাপার; বলিটা
গ্রহণীয় হবে না; ৮ যে কেউ তা খায়, তাকে তার নিজের অপরাধের দণ্ড নিজেকেই বহন করতে
হবে; কেননা সে প্রভুর পবিত্র বস্তু অপবিত্র করেছে; সেই লোকটাকে তার আপন জনগণের মধ্য
থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

৯ তোমরা যখন তোমাদের ভূমির ফসল কাট, তখন জমির শেষ কোণ পর্যন্ত ফসল নিঃশেষেই
কাটবে না, জমিতে পড়ে থাকা শস্যও কুড়োবে না; ১০ আর তোমার আঙুরখেতের ফল তুমি দু'বার
জড় করবে না, খেতে পড়ে থাকা আঙুরফলও কুড়োবে না। তা গরিব ও প্রবাসীর জন্যই ফেলে
রাখবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

১১ তোমরা চুরি করবে না; একে অপরের প্রতি প্রবঞ্চনা বা মিথ্যা কিছুই খাটাবে না। ১২ ছলনার
উদ্দেশ্যে তোমরা আমার নাম নিয়ে শপথ করবে না, করলে তুমি তোমার পরমেশ্বরের নাম অপবিত্র
করবে। আমিই প্রভু! ১৩ তোমার প্রতিবেশীকে তুমি শোষণ করবে না, তার কোন কিছুও অপহরণ
করবে না; দিনমজুরের প্রাপ্য সকাল পর্যন্ত সারারাত ধরে কাছে রাখবে না।

১৪ তুমি বধিরকে অভিশাপ দেবে না, অন্ধের পায়ের সামনে কোন বাধাও রাখবে না; বরং তোমার

পরমেশ্বরকে ভয় করবে। আমিই প্রভু!

১৫ তোমরা বিচার সম্পাদনে অন্যায় করবে না; তুমি গরিবেরও পক্ষপাত করবে না,
ক্ষমতাশালীরও সুবিধা করবে না: তুমি ন্যায্যতা বজায় রেখেই স্বজাতীয়ের বিচার নিষ্পন্ন করবে। ১৬
তুমি তোমার জনগণের মধ্যে কুৎসা রটিয়ে বেড়াবে না; তোমার প্রতিবেশীর রক্তপাতে সহযোগিতা
দেবে না। আমিই প্রভু!

১৭ তুমি হৃদয়ের মধ্যে তোমার ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা রাখবে না; তুমি তোমার স্বজাতীয়কে
মুক্তকণ্ঠেই তিরস্কার করবে, তবে তোমাকে তার পাপ বহন করতে হবে না। ১৮ তুমি প্রতিশোধ নেবে
না; তোমার আপন জাতির সন্তানদের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করবে না, বরং তোমার
প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসবে। আমিই প্রভু!

১৯ তোমরা আমার বিধিগুলো পালন করবে। তুমি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পশুর সঙ্গে তোমার পশুদের
মিলন ঘটাবে না; তোমার এক জমিতে দুই প্রকার বীজ বুনবে না, ও দুই প্রকার সুতোতে-মেশানো
পোশাক গায়ে দেবে না।

২০ মূল্য দিয়ে কিংবা অন্যভাবে বিমুক্তা হয়নি, অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা এমন দাসীর সঙ্গে যে
কেউ মিলিত হয়, তারা দণ্ডনীয় হবে; তবু তাদের প্রাণদণ্ড হবে না, কেননা সে বিমুক্তা নারী নয়। ২১
সেই পুরুষ সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর উদ্দেশে তার নিজের সংস্কার-বলি অর্থাৎ
সংস্কার-বলিদানের ভেড়া আনবে; ২২ যাজক প্রভুর সামনে সেই সংস্কার-বলিদানের ভেড়া দিয়ে তার
পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; তাই সেই পুরুষ যে পাপ করেছে, তার সেই পাপের
ক্ষমা হবে।

২৩ তোমরা একবার দেশে প্রবেশ করলে যখন সব প্রকার ফলের গাছ পুঁতবে, তখন তার ফল
অপরিচ্ছেদিত বলেই গণ্য করবে; তিন বছর ধরে তা তোমরা অপরিচ্ছেদিত বলে গণ্য করবে: তা
খাবে না; ২৪ চতুর্থ বছরে তার সমস্ত ফল পর্বীয় অর্ঘ্যরূপে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হবে। ২৫ পঞ্চম
বছরে তোমরা তার ফল খাবে; এইভাবে গাছগুলো তোমাদের জন্য প্রচুর ফল উৎপন্ন করে যাবে।
আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

২৬ রক্ত সমেত তোমরা কিছুই খাবে না; গণকের বা জাদুকরের বিদ্যা অনুশীলন করবে না। ২৭
তোমরা মাথার চারপাশে চুল মণ্ডলাকার করবে না, দাড়ির কোণ মুণ্ডন করবে না। ২৮ মৃতলোকের
জন্য নিজেদের দেহে কাটাকাটি করবে না, শরীরে উলকি এঁকে দেবে না। আমিই প্রভু! ২৯ তুমি
তোমার আপন মেয়েকে বেশ্যা হতে দিয়ে কলুষিত করবে না, পাছে দেশ ব্যভিচারী হয়ে পড়ে ও
কুকাজে ভরে ওঠে।

৩০ তোমরা আমার সাব্বাৎগুলো পালন করবে, ও আমার পবিত্রধামের প্রতি সম্মান দেখাবে।
আমিই প্রভু!

৩১ তোমরা ভূতের ওঝাদের ও গণকদের উপর নির্ভর করবে না; তাদের কাছে দৈববাণী জানতে
যাবে না, নইলে তাদের দ্বারা নিজেদের কলুষিত করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

৩২ তুমি চুল পাকা লোকের সামনে উঠে দাঁড়াবে, বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সম্মান করবে, তোমার আপন
পরমেশ্বরকে ভয় করবে। আমিই প্রভু!

৩৩ কোন বিদেশী লোক যদি তোমাদের দেশে তোমাদের মাঝে প্রবাসী হয়ে বাস করে, তোমরা

তাকে অত্যাচার করবে না। ৩৪ তোমাদের কাছে তোমাদের স্বদেশীয় লোক যেমন, তোমাদের মাঝে
প্রবাসী এমন বিদেশী লোকও তেমনি হবে; তুমি তাকে নিজেরই মত ভালবাসবে; কারণ মিশর
দেশে তোমরাও প্রবাসী ছিলে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!
৩৫ তোমরা বিচার, মাপামাপি, ওজন ও ধারণ, এসমস্ত বিষয়ে অন্যায় করবে না। ৩৬ তোমরা ন্যায্য
দাঁড়ি, ন্যায্য মাপকাঠি, ন্যায্য এফা ও ন্যায্য হিন ব্যবহার করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর,
যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন।
৩৭ অতএব তোমরা আমার সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত নিয়মনীতি পালন করবে, সেগুলিকে মেনে
চলবে। আমিই প্রভু!'

বিবিধ দণ্ড

২০ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বলবে: ইস্রায়েল সন্তানদের
কোন লোক কিংবা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রবাসী হয়ে বাস করে বিদেশী এমন কোন লোক যদি তার
বংশের কাউকেও মোলক দেবের উদ্দেশে উৎসর্গ করে, তবে তার প্রাণদণ্ড হবে, দেশের লোকেরা
তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করবে। ৩ আমিও সেই লোকের প্রতি বিমুখ হয়ে তার জনগণের মধ্য থেকে
তাকে উচ্ছেদ করব, কেননা তার ছেলেদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে মোলক দেবকে দেওয়ায় সে
আমার পবিত্রধাম কলুষিত করেছে ও আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করেছে। ৪ আর যখন সেই লোক
তার ছেলেদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে মোলক দেবকে দেয়, তখন যদি দেশের জনগণ চোখ
বন্ধ রাখে, তাকে হত্যা করে না, ৫ তবে আমি নিজেই সেই লোকের প্রতি ও তার গোত্রের প্রতি
বিমুখ হয়ে তাকে ও মোলক দেবের সঙ্গে ব্যভিচার করার জন্য তার অনুগামী ব্যভিচারী সকলকেই
তাদের জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করব। ৬ যে কেউ ভূতের ওঝা বা গণকদের পিছু পিছু গিয়ে
ব্যভিচার করবার জন্য তাদের উপর নির্ভর করে, আমি সেই লোকের প্রতি বিমুখ হয়ে তার
জনগণের মধ্য থেকে তাকে উচ্ছেদ করব। ৭ তাই তোমরা নিজেদের পবিত্রিত কর, নিজেরাই পবিত্র
হও, কেননা আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!
৮ তোমরা আমার বিধিবিধান মেনে চল ও পালন কর। স্বয়ং প্রভু আমিই তোমাদের পবিত্র করি। ৯
যে কেউ তার পিতাকে বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে; পিতামাতাকে অভিশাপ
দেওয়ায় তার রক্ত তার উপরেই পড়বে। ১০ যে লোক পরের বধূর সঙ্গে ব্যভিচার করে, যে লোক
প্রতিবেশীর বধূর সঙ্গে ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিণী দু'জনেরই প্রাণদণ্ড হবে।
১১ যে লোক তার পিতার বধূর সঙ্গে মিলিত হয়, সে তার আপন পিতার উলঙ্গতা অনাবৃত করে;
তাদের দু'জনেরই প্রাণদণ্ড হবে, তাদের রক্ত তাদের উপরেই পড়বে। ১২ যদি কেউ নিজ পুত্রবধূর
সঙ্গে মিলিত হয়, তাদের দু'জনেরই প্রাণদণ্ড হবে; তারা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করেছে; তাদের রক্ত
তাদের উপরেই পড়বে। ১৩ স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেমন মিলন, যদি কোন পুরুষলোক পুরুষলোকের
সঙ্গে তেমন মিলনে মিলিত হয়, তবে তারা দু'জনেই জঘন্য কাজ করে; তাদের প্রাণদণ্ড হবে;
তাদের রক্ত তাদের উপরেই পড়বে। ১৪ যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে ও তার মেয়েকেও বধূরূপে
রাখে, তবে তা কুকর্ম; তাদের আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে, তাকে ও সেই দু'জনকেও দিতে হবে,
যেন তোমাদের মধ্যে তেমন কুকর্ম না হয়। ১৫ যে কেউ কোন পশুর সঙ্গে মিলিত হয়, তার প্রাণদণ্ড

হবে; তোমরা সেই পশুকেও মেরে ফেলবে। ১৬ কোন স্ত্রীলোক যদি পশুর কাছে গিয়ে তার সঙ্গে
মিলিতা হয়, তুমি সেই স্ত্রীলোককে ও সেই পশুকে হত্যা করবে; তাদের প্রাণদণ্ড হবে, তাদের রক্ত
তাদের উপরেই পড়বে। ১৭ যদি কেউ তার আপন বোনকে—পিতার কন্যাকে বা মাতার কন্যাকে—
গ্রহণ করে এবং দু'জনে দু'জনের উলঙ্গতা দেখে, তবে তা লজ্জাকর ব্যাপার; তাদের তাদের আপন
জাতির সন্তানদের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে; নিজের বোনের উলঙ্গতা অনাবৃত করায় সে
নিজের অপরাধের দণ্ড বহন করবে। ১৮ যদি কেউ কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার ঋতুকালে মিলিত হয়
ও তার উলঙ্গতা অনাবৃত করে, তবে সেই পুরুষলোক তার রক্তের উৎস প্রকাশ করায়, ও সেই
স্ত্রীলোক নিজের রক্তের উৎস অনাবৃত করায় দু'জনকেই তাদের আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ
করা হবে। ১৯ তুমি তোমার মাসীর বা পিসির উলঙ্গতা অনাবৃত করবে না; তা করলে তোমার ঘনিষ্ঠ
আত্মীয়ার উলঙ্গতা অনাবৃত করা হয়, তারা দু'জনেই নিজ নিজ অপরাধের দণ্ড বহন করবে। ২০ যদি
কেউ তার জেঠার বধূর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে তার জেঠার উলঙ্গতা অনাবৃত করে; তারা তাদের
পাপের দণ্ড বহন করবে, নিঃসন্তান হয়ে মরবে। ২১ যদি কেউ তার আপন ভাইয়ের বধূকে গ্রহণ
করে, তা অশুচি কাজ; তার আপন ভাইয়ের বধূর উলঙ্গতা অনাবৃত করায় তারা নিঃসন্তান হয়ে
থাকবে।

২২ তোমরা আমার সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত নিয়মনীতি মেনে চলবে ও পালন করবে, আমি
তোমাদের বসাবার জন্য যে দেশে নিয়ে যাচ্ছি, সেই দেশ যেন তোমাদের উদ্গিরণ না করে। ২৩
আমি তোমাদের সামনে থেকে যে জাতিকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছি, তার আচার-আচরণ অনুযায়ী
আচরণ করবে না, কেননা তারা ওই সকল কাজ করছিল বিধায় আমার কাছে জঘন্য হল। ২৪ কিন্তু
আমি তোমাদের বলছি: তোমরাই তাদের দেশভূমি অধিকার করবে, আমি নিজেই সেই দুধ ও
মধু-প্রবাহী দেশ তোমাদের অধিকারে দেব। আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি এই
জাতিগুলির মধ্য থেকে তোমাদের পৃথক করেছেন। ২৫ তাই তোমরা শুচি অশুচি পশুর ও শুচি অশুচি
পাখির প্রভেদ করবে; আমি তোমাদের পক্ষে যে যে পশু, পাখি ও ভূচর প্রাণীগুলোকে অশুচি বলে
পৃথক করলাম, সেই সবগুলো খেয়ে তোমরা নিজেদের জঘন্য করবে না। ২৬ তোমরা আমার উদ্দেশে
পবিত্র হও, কেননা আমি, প্রভু, আমি নিজে পবিত্র, এবং আমি এই জাতিগুলির মধ্য থেকে
তোমাদের পৃথক করেছি, যেন তোমরা আমারই হও।

২৭ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মধ্যে যে কেউ প্রেতসাধক বা গণক হয়, তার প্রাণদণ্ড হবে; লোকে
তাদের পাথর ছুড়ে হত্যা করবে; তাদের রক্ত তাদের উপরেই পড়বে।'

যাজকদের পবিত্রতা

২১ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, 'তুমি আরোন-বংশীয় যাজকদের কাছে কথা বল; তাদের বল:
স্বজাতীয় মৃতজনের স্পর্শে তাদের কেউই নিজেকে অশুচি করবে না; ২ কেবল তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়
মরলে সে অশুচি হতে পারবে, তথা: তার আপন মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে বা ভাই, ৩ এবং এমন
অবিবাহিতা বোন যে তার ঘরে থাকে; এর মৃত্যুতে সে অশুচি হতে পারবে। ৪ আপন আত্মীয়দের
মধ্যে প্রধান বলে সে নিজেকে কলুষিত ক'রে যেন নিজেকে অশুচি না করে।

৫ তারা মাথার চুল খেউরি করবে না, দাড়ির কোণও মুণ্ডন করবে না, নিজেদের দেহে কাটাকাটি

করবে না; ৬ তারা তাদের আপন পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হবে, ও তাদের আপন পরমেশ্বরের
নাম অপবিত্র করবে না, কেননা তারা প্রভুর অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ করে, তাদের আপন পরমেশ্বরের
খাদ্য-নৈবেদ্য উৎসর্গ করে; তাই তারা পবিত্র হবে। ৭ তারা বেশ্যা বা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে বিবাহ
করবে না, স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীলোককেও বিবাহ করবে না, কেননা যাজক তার আপন পরমেশ্বরের
উদ্দেশে পবিত্র। ৮ তাই তুমি তাকে পবিত্র বলে গণ্য করবে, কারণ সে তোমার পরমেশ্বরের খাদ্য
উৎসর্গ করে; সে তোমার কাছে পবিত্র হবে, কেননা স্বয়ং প্রভু এই আমি, তোমাদের পবিত্র করি
যিনি, আমি নিজেই পবিত্র।

৯ কোন যাজকের মেয়ে যদি বেশ্যাগিরি করে নিজেকে অপবিত্রা করে, তবে সে তার আপন
পিতাকে অপবিত্র করে; তাকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে।

১০ ভাইদের মধ্যে প্রধান যাজক, যার মাথায় অভিষেকের তেল ঢালা হয়েছে, যে নিয়োগ-রীতি
দ্বারা পবিত্র পোশাক পরিধান করবার অধিকার পেয়েছে, সে নিজের মাথা উস্কখুস্ক করবে না ও
নিজের পোশাক ছিঁড়বে না। ১১ সে কোন লাশের কাছে যাবে না, নিজের পিতা বা মাতার জন্যও সে
নিজেকে অশুচি করবে না, ১২ পবিত্রধাম ছেড়ে বেরিয়ে যাবে না, তার আপন পরমেশ্বরের পবিত্রধাম
অপবিত্র করবে না, কেননা তার পরমেশ্বরের অভিষেকের তেলের পবিত্রীকরণ তার উপরে রয়েছে।
আমিই প্রভু! ১৩ সে কেবল কুমারী এক নারীকেই স্ত্রীরূপে নিতে পারবে। ১৪ বিধবা, পরিত্যক্তা, ভ্রষ্টা,
বেশ্যা—এদের কাউকে সে বিবাহ করবে না; সে তার আপন জনগণের মধ্যে একটি কুমারীকে
বিবাহ করবে। ১৫ সে তার আপন জনগণের মধ্যে তার বংশ অপবিত্র করবে না, কেননা স্বয়ং প্রভু
আমিই তাকে পবিত্র করি।'

১৬ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ১৭ 'তুমি আরোনকে বল: পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের মধ্যে
দেহে যার দোষ থাকে, সে যেন তার পরমেশ্বরের খাদ্য উৎসর্গ করতে এগিয়ে না আসে; ১৮ কেননা
দেহে যে কোন লোকের দোষ আছে, সে এগিয়ে আসতে পারে না: অন্ধ বা খোঁড়া, চেপটা নাক বা
বিকৃত অঙ্গ, ১৯ ভগ্নপদ বা ভগ্নহস্ত মানুষ নয়, ২০ কুব্জ, বাহন, ছানিপড়া, পাঁচড়া বা মামড়ি-আক্রান্ত
মানুষ ও ভগ্ন-অণ্ডকোষ মানুষও নয়। ২১ কোন দৈহিক দোষ-আক্রান্ত যে পুরুষ আরোন যাজকের
বংশের মধ্যে আছে, সে প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ করতে যেন এগিয়ে না আসে; দেহে
তার দোষ আছে, সে তার আপন পরমেশ্বরের খাদ্য উৎসর্গ করতে যেন এগিয়ে না যায়। ২২ সে তার
পরমেশ্বরের খাদ্য, পরমপবিত্র বস্তু ও পবিত্র বস্তু খেতে পারবে, ২৩ কিন্তু পরদার কাছে এগিয়ে
আসতে পারবে না, বেদির কাছেও এগিয়ে যেতে পারবে না, কেননা দেহে তার দোষ আছে; সে
আমার পবিত্র স্থানগুলি অপবিত্র করবে না, কেননা স্বয়ং প্রভু আমিই সেই স্থানগুলি পবিত্র করি।'

২৪ মোশী আরোনকে, তাঁর সন্তানদের ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের এই সমস্ত কথা বললেন।

২২ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২ 'তুমি আরোন ও তার সন্তানদের বল: ইস্রায়েল সন্তানেরা
আমার উদ্দেশে যা কিছু পবিত্রীকৃত করে, তাদের সেই পবিত্রীকৃত বস্তুগুলো বিষয়ে ওরা যেন সতর্ক
থাকে ও আমার পবিত্র নাম যেন অপবিত্র না করে। আমিই প্রভু! ৩ ওদের বল: পুরুষানুক্রমে
তোমাদের বংশের মধ্যে যে কেউ অশুচি হয়ে পবিত্রীকৃত বস্তুর কাছে, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানেরা
প্রভুর উদ্দেশে যা কিছু পবিত্রীকৃত করেছে, তার কাছে যাবে, সেই লোককে আমার সামনে থেকে
উচ্ছেদ করা হবে। আমিই প্রভু! ৪ আরোন বংশের যে কেউ সংক্রামক চর্মরোগ-আক্রান্ত বা প্রমেহী

হয়, সে শুচি না হওয়া পর্যন্ত পবিত্র কিছুই খাবে না; ৫ যে কেউ মৃতদেহের স্পর্শে অশুচি হওয়া কোন
বস্তু স্পর্শ করেছে, বা যার রেতঃপাত হয় তাকে স্পর্শ করেছে, কিংবা যে কেউ সরিসৃপ স্পর্শ করে
নিজেকে অশুচি করেছে, বা এমন মানুষকে স্পর্শ করেছে যে তাকে কোন প্রকার অশুচিতায় কলুষিত
করেছে, ৬ যে স্পর্শ করেছে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে, জলে তার দেহ ধুয়ে না নিলে পবিত্র
কিছুই খেতে পারবে না। ৭ সূর্যাস্ত হলে সে শুচি হবে; পরেই সে পবিত্র বস্তু খাবে, কেননা এ তার
খাদ্য। ৮ এমনি মারা গেছে কিংবা অন্য পশুর কবলে পড়ে বিদীর্ণ হয়েছে এমন পশুর মাংস যাজক
খাবে না; তা করলে সে নিজেকে অশুচি করবে। আমিই প্রভু! ৯ তাই তারা আমার আদেশ পালন
করুক, না করলে তারা তাদের পাপের দণ্ড বহন করবে, এবং পবিত্র বস্তু অপবিত্র করেছে বিধায়
তাদের মৃত্যু হবে। স্বয়ং প্রভু আমিই তাদের পবিত্র করি।

১০ অন্য বংশীয় কোন লোক পবিত্র কিছুই খাবে না; যাজকের ঘরে অতিথি বা মজুর কেউই পবিত্র
কিছুই খাবে না; ১১ কিন্তু যাজক নিজের টাকায় যে কোন লোককে কিনবে, সে তা খেতে পারবে;
তার ঘরে জন্মেছে এমন লোকেরাও তার খাবার খেতে পারবে। ১২ যাজকের মেয়ে যদি অন্য বংশীয়
লোকের সঙ্গে বিবাহিতা হয়, তবে যে পবিত্র বস্তু উত্তোলন-রীতি অনুসারে উত্তোলন করা হয়েছে,
সে সেই অর্ঘ্য খেতে পারবে না; ১৩ কিন্তু যাজকের মেয়ে যদি বিধবা বা পরিত্যক্তা হয় ও তার ছেলে
না থাকে, এবং সে ফিরে এসে বাল্যকালের অবস্থার মত পিতৃগৃহে বাস করে, তবে সে পিতার
খাবার খেতে পারবে, কিন্তু অন্য বংশের কোন লোক তা খেতে পারবে না। ১৪ যদি কেউ পূর্ণ
সচেতন না হয়ে পবিত্র কিছু খায়, তবে সে সেই ধরনের পবিত্র বস্তু ও তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ
বেশি করে যাজককে দেবে। ১৫ ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের যে যে পবিত্র অর্ঘ্য প্রভুর উদ্দেশে বাঁচিয়ে
রাখল, যাজকেরা তা অপবিত্র করবে না; ১৬ তাদের পবিত্র বস্তু খাওয়ায় তারা এমন অপরাধে ওদের
ভারগ্রস্ত করবে, যার জন্য সংস্কার-বলিদান প্রয়োজন হবে; কেননা স্বয়ং প্রভু আমিই এই বস্তুকে
পবিত্র করি।'

বলি সংক্রান্ত নানা বিধি

১৭ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ১৮ 'তুমি আরোনের কাছে, তার সন্তানদের ও সমস্ত ইস্রায়েল
সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: ইস্রায়েল জাতি বা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রবাসী হিসাবে বাস
করে যে কেউ কোন মানত পূরণের উদ্দেশ্যে বা স্বেচ্ছাকৃত দান হিসাবে নিজের অর্ঘ্য এনে তা প্রভুর
উদ্দেশে আহুতিরূপে উৎসর্গ করে, ১৯ তা যেন গ্রাহ্য হতে পারে তাকে উৎসর্গ করতে হবে বলদ,
মেষ বা ছাগের মধ্য থেকে এমন মদ্দা পশু যা খুঁতবিহীন। ২০ তোমরা এমন কিছু উৎসর্গ করবে না,
যার দেহে কোথাও খুঁত আছে, কেননা তা তোমাদের পক্ষে গ্রাহ্য হবে না। ২১ কোন লোক যদি মানত
পূরণ করার জন্য বা স্বেচ্ছাকৃত অর্ঘ্যরূপে গবাদি পশুপাল থেকে মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করে, তবে
গ্রাহ্য হবার জন্য তা নিখুঁত হতে হবে, তার দেহে কোথাও কোন খুঁত থাকবে না। ২২ অন্ধ, ভগ্ন,
ক্ষতবিক্ষত, আব বা পাঁচড়া বা মামড়ি-আক্রান্ত কোন বলিকে তোমরা প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করবে
না; সেগুলোর কোন অংশই প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে বেদির উপরে রাখবে না। ২৩ তুমি
অধিকাঙ্গ কি হীনাঙ্গ বলদ বা ভেড়া স্বেচ্ছাকৃত অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করতে পারবে, কিন্তু মানতের
বেলায় তা গ্রাহ্য হবে না। ২৪ অণ্ডকোষ চূর্ণ, পিষিত, ভগ্ন বা ছিন্ন কোন বলিকেও প্রভুর উদ্দেশে

উৎসর্গ করবে না; তোমাদের দেশে তেমন কাজ করবে না; ২৫ প্রভুর খাদ্যরূপে উৎসর্গ করার জন্য
বিদেশীর হাত থেকেও তেমন পশুদের মধ্য থেকে কিছুই গ্রহণ করে নেবে না, কেননা তাদের দেহে
খুঁত রয়েছে; সেগুলো তোমাদের তাঁর গ্রহণযোগ্য করবে না।'
২৬ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২৭ 'বলদ, মেষ বা ছাগল জন্ম নেওয়ার পর সাত দিন মাতার
সঙ্গে থাকবে; অষ্টম দিন থেকে তা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে গ্রাহ্য হবে; ২৮ গাভী বা মেষী
হোক, তা ও তার বাচ্চাকে একই দিনে জবাই করবে না।
২৯ যখন তোমরা প্রভুর উদ্দেশে স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করবে, তখন তা এমনভাবে উৎসর্গ কর যাতে
গ্রাহ্য হয়; ৩০ তা সেই দিনেই খেতে হবে; তোমরা পরদিন সকাল পর্যন্ত তার কিছুই বাকি রাখবে
না। আমিই প্রভু! ৩১ সুতরাং তোমরা আমার আজ্ঞাগুলো মেনে চলবে ও পালন করবে। আমিই প্রভু!
৩২ তোমরা আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করবে না, যেন আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে নিজেকে
পবিত্র বলে প্রকাশ করি। স্বয়ং প্রভু আমিই তোমাদের পবিত্র করি; ৩৩ আমিই তোমাদের আপন
পরমেশ্বর হবার জন্য মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছি। আমিই প্রভু!'

বার্ষিক পর্বগুলো

২৩ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমরা
প্রভুর যে সকল পর্ব পবিত্র সভা বলে ঘোষণা করবে, আমার সেই সকল পর্ব এই:
৩ ছ' দিন কাজ করবে, কিন্তু সপ্তম দিন সাব্বাৎ, অর্থাৎ পুরো বিশ্রাম ও পবিত্র সভার দিন।
সেদিনে তোমরা কোন কাজ করবে না। তোমাদের সকল বাসস্থানে এ প্রভুর উদ্দেশে সাব্বাৎ।
৪ নির্দিষ্ট সময়ে তোমরা যে সকল পবিত্র সভা ঘোষণা করবে, প্রভুর সেই সকল পর্ব এই: ৫ প্রথম
মাসে, সেই মাসের চতুর্দশ দিন সন্ধ্যাবেলায় প্রভুর পাস্কা হবে। ৬ তারপর সেই মাসের পঞ্চদশ দিন
হবে প্রভুর উদ্দেশে খামিরবিহীন রুটি পর্ব। তখন সাত দিন ধরে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে।
৭ প্রথম দিনে একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; সেদিন তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না; ৮ সাত
দিন তোমরা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য নিবেদন করবে; সপ্তম দিনে একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত
হবে; তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না'
৯ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ১০ 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: আমি
তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছি, সেই দেশে প্রবেশ করে তোমরা যখন সেখানে উৎপন্ন শস্য কাটবে,
তখন তোমাদের কাটা শস্যের প্রথমাংশ বলে এক আটি যাজকের কাছে আনবে; ১১ সে প্রভুর
সামনে ওই আটি দোলাবে, যেন তোমাদের জন্য তা গ্রাহ্য হয়; সাব্বাতের পরদিন যাজক তা
দোলাবে। ১২ যেদিন তোমরা ওই আটি দোলাবে, সেদিন প্রভুর উদ্দেশে আহুতিরূপে এক বছরের
এমন মেষশাবক উৎসর্গ করবে, যা খুঁতবিহীন। ১৩ তার সঙ্গে যে শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করা হবে,
তা এফার দশ ভাগের দুই ভাগ তেল-মেশানো সেরা ময়দা হবে, অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যস্বরূপ হবে, প্রভুর
উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভ; পানীয়-নৈবেদ্য এক হিনের চার ভাগের এক ভাগ আঙুররস হবে। ১৪
তোমরা যতদিন পরমেশ্বরের কাছে এই অর্ঘ্য না আন, সেদিন পর্যন্ত রুটি, ভাজা শস্য বা তাজা শিষ
খাবে না; এ চিরস্থায়ী বিধি, যা তোমাদের সকল বাসস্থানে পুরুষানুক্রমে পালনীয়।
১৫ সাব্বাতের পরদিন থেকে, দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে সেই আটি আনবার দিন থেকে, তোমরা পুরা

সাত সাব্বাৎ গুনবে; ১৬ সপ্তম সাব্বাতের পরদিন পর্যন্ত তোমরা পঞ্চাশ দিন গুনে প্রভুর উদ্দেশে
নতুন শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করবে। ১৭ তোমরা তোমাদের যত বাসস্থান থেকে দোলনীয়
নৈবেদ্যরূপে এক এফার দশ ভাগের দুই ভাগের দু'টো রুটি আনবে: সেরা ময়দা দিয়েই তা প্রস্তুত
করবে ও খামিরযুক্তই ভাজবে; তা প্রভুর উদ্দেশে প্রথমাংশ। ১৮ তোমরা সেই রুটির সঙ্গে এক
বছরের সাতটা খুঁতবিহীন মেষশাবক, একটা যুবা বৃষ ও দু'টো ভেড়া উৎসর্গ করবে; তা প্রভুর
উদ্দেশে আহুতি হবে, এবং সেইসঙ্গে নিয়মিত শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্যও উৎসর্গ করবে; তা
হবে গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য। ১৯ তোমরা পাপার্থে বলিরূপে একটা ছাগের
বাচ্চা, ও মিলন-যজ্ঞরূপে এক বছরের দু'টো মেষশাবকও নিবেদন করবে। ২০ যাজক ওই
প্রথমাংশের রুটির সঙ্গে ও দু'টো মেষশাবকের সঙ্গে প্রভুর উদ্দেশে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি
অনুসারে সেগুলোকে দোলাবে; রুটি ও মেষশাবক দু'টো প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র, তা যাজকেরই
হবে। ২১ সেইদিনেই তোমরা একটা উৎসব ঘোষণা করবে, একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে। কোন
ভারী কাজ করবে না। এ চিরস্থায়ী বিধি, যা তোমাদের সকল বাসস্থানে পুরুষানুক্রমে পালনীয়।

২২ তোমরা যখন তোমাদের ভূমির ফসল কাট, তখন জমির শেষ কোণ পর্যন্ত ফসল নিঃশেষেই
কাটবে না, জমিতে পড়ে থাকা শস্যও কুড়োবে না। তা গরিব ও প্রবাসীর জন্যই ফেলে রাখবে।
আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!'

২৩ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২৪ 'ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: সপ্তম মাসে, সেই
মাসের প্রথম দিন তোমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্রামস্বরূপ: এমন পবিত্র সভা, যা জয়ধ্বনিতেই ঘোষণা
করতে হবে। ২৫ তখন তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না, বরং প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ
করবে।'

২৬ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২৭ 'কিন্তু সেই সপ্তম মাসের দশম দিন প্রায়শ্চিত্ত-দিবস হবে;
সেই দিনে তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে: তোমরা তোমাদের প্রাণ অবনমিত করবে ও
প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ করবে। ২৮ সেইদিন তোমরা কোন কাজ করবে না, কেননা
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে নিজেদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালনের উদ্দেশ্যেই তা
প্রায়শ্চিত্ত-দিবস। ২৯ সেইদিন যে কেউ নিজ প্রাণকে অবনমিত না করে, তাকে তার আপন জনগণের
মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। ৩০ সেদিন যে কেউ যে কোন কাজ করে না কেন, তাকে আমি তার
আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করব। ৩১ তোমরা কোন কাজ করবে না। এ চিরস্থায়ী বিধি, যা
তোমাদের সকল বাসস্থানে পুরুষানুক্রমে পালনীয়। ৩২ সেইদিন তোমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্রামের
সাব্বাৎ হবে; তোমরা তোমাদের প্রাণকে অবনমিত করবে; মাসের নবম দিনে সন্ধ্যাবেলায়—এক
সন্ধ্যা থেকে অপর সন্ধ্যা পর্যন্ত—তোমরা তোমাদের সাব্বাৎ পালন করবে।'

৩৩ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ৩৪ 'ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: ওই সপ্তম মাসের
পঞ্চদশ দিন থেকে সাত দিনব্যাপী প্রভুর উদ্দেশে পর্ণকুটির-পর্ব হবে। ৩৫ প্রথম দিনে একটা পবিত্র
সভা অনুষ্ঠিত হবে; তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না। ৩৬ সাত দিন তোমরা প্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ করবে; অষ্টম দিনে তোমাদের একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে। তোমরা
প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য উৎসর্গ করবে: এ পর্বসভা। তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না।

৩৭ এগুলোই প্রভুর পর্ব। এই সকল পর্বদিনে তোমরা পবিত্র সভা ঘোষণা করবে, যেন নির্দিষ্ট

দিনের কর্তব্য অনুসারে তোমরা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য, আহুতি, শস্য-নৈবেদ্য, বলি ও
পানীয়-নৈবেদ্য উৎসর্গ কর; ৩৮ তাছাড়া প্রভুর সাব্বাতে যা করণীয়, তাও পালন করবে; ও
তোমাদের সমস্ত মানত ও তোমাদের স্বেচ্ছাকৃত সমস্ত নৈবেদ্যও পূরণ করে চলবে।

৩৯ কিন্তু সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিনে ভূমির ফল সংগ্রহ করার পর তোমরা সাত দিন প্রভুর পর্ব
পালন করবে; প্রথম দিন হবে পুরো বিশ্রামের দিন, অষ্টম দিনও তাই। ৪০ প্রথম দিনে তোমরা সেরা
গাছের ফল, খেজুরপাতা, জড়ানো গাছের শাখা ও নদীতীরে পোঁতা ঝাউগাছ নিয়ে তোমাদের
পরমেশ্বর প্রভুর সামনে সাত দিন আনন্দ করবে। ৪১ তোমরা প্রতিবছর সাত দিন ধরে প্রভুর উদ্দেশে
এই পর্ব পালন করবে; এ চিরস্থায়ী বিধি, যা তোমাদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে পালনীয়। তোমরা এই
পর্ব সপ্তম মাসেই পালন করবে। ৪২ তোমরা সাত দিন কুটিরে বাস করবে; ইস্রায়েল-বংশজাত
সকলেই কুটিরে বাস করবে। ৪৩ এতে তোমাদের ভাবী বংশ জানতে পারবে যে, আমি ইস্রায়েল
সন্তানদের মিশর দেশ থেকে বের করে আনার সময়ে কুটিরে বাস করিয়েছিলাম। আমিই প্রভু
তোমাদের পরমেশ্বর!'

৪৪ তখন মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে প্রভুর পর্বগুলো সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করলেন।

পবিত্রধাম সংক্রান্ত অতিরিক্ত বিধি

২৪ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ২ 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা দাও: তারা আলোর জন্য
তোমার কাছে হামানে প্রস্তুত করা খাঁটি জলপাই-তেল আনবে, যেন নিয়ত প্রদীপ জ্বালানো থাকে। ৩
সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে যে পরদা রয়েছে, তার বাইরে আরোন সন্ধ্যা থেকে সকাল
পর্যন্ত প্রভুর সামনে নিয়ত তা সাজিয়ে রাখবে; এ চিরস্থায়ী বিধি, যা তোমাদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে
পালনীয়। ৪ সে খাঁটি দীপাধারের উপরে প্রভুর সামনে নিয়ত ওই প্রদীপগুলো সাজিয়ে রাখবে।

৫ তুমি সেরা ময়দা নিয়ে বারোখানা পিঠা ভাজবে; প্রতিটি পিঠা এক এফার দশ ভাগের দুই ভাগ
হবে; ৬ তুমি এক এক সারিতে ছয় ছয়খানা, এইরূপে দুই সারি করে প্রভুর সামনে শুচি ভোজন-
টেবিলের উপরে তা রাখবে। ৭ প্রতিটি সারির উপরে বিশুদ্ধ কুন্দুরু দেবে; তা হবে সেই রুটির
স্মরণ-চিহ্নরূপে, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যরূপে। ৮ যাজক নিয়ত প্রতি সাব্বাতে প্রভুর সামনে তা
সাজিয়ে রাখবে, তা ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বারা সরবরাহ করা হবে: এ চিরস্থায়ী সন্ধি। ৯ তা
আরোনের ও তার সন্তানদের হবে; তারা কোন পবিত্র স্থানে তা খাবে, কেননা প্রভুর উদ্দেশে
অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্যের মধ্যে তা তাদের পক্ষে পরমপবিত্র; এ চিরস্থায়ী বিধি।'

প্রতিশোধ বিধি

১০ তখন এমনটি ঘটল যে, ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীলোকের, কিন্তু মিশরীয় পুরুষের এক ছেলে
ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে বেরিয়ে গেল; আর শিবিরের মধ্যে সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীলোকের ছেলে ও
ইস্রায়েলের কোন একটি পুরুষ বিবাদ করল; ১১ তখন সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীলোকের ছেলে পুণ্যনাম
নিন্দা করে অভিশাপ দিল, তাতে তাকে মোশীর কাছে আনা হল। তার মায়ের নাম শেলোমিৎ, সে
ছিল দান-বংশীয় দিব্রির মেয়ে। ১২ লোকেরা প্রভুর মুখে স্পষ্ট আদেশ পাবার অপেক্ষায় তাকে
আটকিয়ে রাখল।

১৩ প্রভু মোশীকে বললেন, ১৪ 'ওই যে লোকটা ঈশ্বরনিন্দা করেছে, ওকে তুমি শিবিরের বাইরে

নিয়ে যাও; পরে যারা তার কথা শুনেছে, তারা সকলে তার মাথায় হাত রাখবে ও গোটা জনমণ্ডলী তাকে পাথর ছুড়ে মারবে। ১৫ আর ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি একথা বল: যে কেউ তার আপন পরমেশ্বরকে অভিশাপ দেয়, সে তার আপন পাপের দণ্ড বহন করবে। ১৬ প্রভুর নাম যে নিন্দা করে, তার প্রাণদণ্ড হবে; গোটা জনমণ্ডলী তাকে পাথর ছুড়ে মারবে; বিদেশীয় হোক বা স্বদেশীয় হোক, সে যদি এই নাম নিন্দা করে, তার প্রাণদণ্ড হবে। ১৭ যে কেউ কোন মানুষকে এমনভাবে আঘাত করে যে তার মৃত্যু ঘটায়, তার প্রাণদণ্ড হবে; ১৮ যে কেউ কোন পশুকে এমনভাবে আঘাত করে যে তার মৃত্যু ঘটায়, সে তার জন্য টাকা দেবে: প্রাণের বদলে প্রাণ। ১৯ যদি কেউ স্বজাতীয়ের দেহে ক্ষত করে, তবে সে যেমন করেছে, তার প্রতি তেমনি করা হবে। ২০ ভঙ্গের বদলে ভঙ্গ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত; মানুষের যে যেমন ক্ষত করে, তার প্রতি তেমনি করা হবে। ২১ যে কেউ কোন পশু মেরে ফেলে, সে তার টাকা দেবে; কিন্তু যে কেউ মানুষকেই মেরে ফেলে, তার প্রাণদণ্ড হবে। ২২ তোমাদের স্বদেশীয় ও বিদেশীয় দু'জনেরই জন্য একই বিচার হবে, কেননা আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর।'

২৩ মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের এই কথা জানালেন, তখন তারা, যে লোকটা ঈশ্বরনিন্দা করেছিল, তাকে শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুড়ে মারল। এইভাবে ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই আজ্ঞা পালন করল, যা প্রভু মোশীকে দিয়েছিলেন।

পবিত্র বর্ষগুলো—সাব্বাৎ-বর্ষ

২৫ প্রভু সিনাই পর্বতে মোশীকে বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: আমি তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছি, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করার পর ভূমি প্রভুর উদ্দেশে সাব্বাতের বিশ্রাম ভোগ করবে। ৩ ছ'বছর ধরে তুমি তোমার জমিতে বীজ বুনবে, ছ'বছর ধরে তোমার আঙুরলতা ছেঁটে দেবে ও তার ফল সংগ্রহ করবে; ৪ কিন্তু সপ্তম বছরে ভূমি সাব্বাতীয় বিশ্রাম ভোগ করবে—প্রভুর উদ্দেশে সাব্বাৎ: তুমি তোমার জমিতে বীজ বুনবে না, তোমার আঙুরলতাও ছেঁটে দেবে না; ৫ তুমি তোমার জমির স্বতঃউৎপন্ন শস্য কাটবে না, ও ছেঁটে না দেওয়া আঙুরলতার ফল সংগ্রহ করবে না; ভূমির জন্য তা হবে সম্পূর্ণ বিশ্রাম-বর্ষ। ৬ ভূমির এই সাব্বাৎকালে ভূমির স্বতঃউৎপন্ন শস্য তোমার, তোমার দাস ও দাসীর, তোমার বেতনভোগী ভৃত্যের ও তোমার মাঝে প্রবাসী হয়ে আছে সেই বিদেশীর খাদ্য হবে; ৭ ভূমির সমস্ত কিছু তোমার পশুর ও তোমার দেশের বন্যজন্তুদেরও খাদ্যের জন্য হবে।'

পবিত্র বর্ষগুলো—জুবিলী-বর্ষ

৮ 'তুমি সাত বছরের সাতটা চক্র, অর্থাৎ সাত গুণ সাত বছর গুনবে; এই সাত বছরের সাতটা চক্র ঊনপঞ্চাশ বছর হবে। ৯ তখন সপ্তম মাসের দশম দিনে তুমি জয়ধ্বনির তুরি বাজাবে; প্রায়শ্চিত্ত-দিবসে তোমাদের সমস্ত দেশে তুরি বাজাবে। ১০ তোমরা পঞ্চাশত্তম বর্ষকে পবিত্র বলে ঘোষণা করবে, এবং সারা দেশ জুড়ে দেশের সমস্ত অধিবাসীর জন্য মুক্তি ঘোষণা করবে: তোমাদের পক্ষে সেই বর্ষ জুবিলী বলে গণ্য হবে: তোমরা প্রত্যেকে যে যার অধিকারে ফিরে যাবে, ও প্রত্যেকে যে যার গোত্রের কাছে ফিরে যাবে। ১১ তোমাদের জন্য পঞ্চাশত্তম বর্ষ জুবিলী হবে: তোমরা বীজ বুনবে না, স্বতঃউৎপন্ন ফসল কাটবে না, ছেঁটে না দেওয়া আঙুরলতার ফল সংগ্রহ করবে না; ১২

কেননা এ জুবিলী, এ তোমাদের পক্ষে পবিত্র হবে; তোমরা জমিতে উৎপন্ন সমস্ত কিছু খেতে
পারবে। ১৩ সেই জুবিলী-বর্ষে তোমরা প্রত্যেকে যে যার অধিকারে ফিরে যাবে।
১৪ যখন প্রতিবেশীর কাছে কোন জিনিস বিক্রি কর বা তার কাছ থেকে কেন, তখন তোমরা যেন
একে অপরের প্রতি অন্যায়-ব্যবহার না কর; ১৫ জুবিলীর পর থেকে ক'বছর কেটেছে, সেই
বছর-সংখ্যার ভিত্তিতে তুমি প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিনবে, এবং সে ফলভোগের বছর-সংখ্যার
ভিত্তিতে তোমার কাছে বিক্রি করবে। ১৬ বছরের সংখ্যা যতখানি বেশি হবে, তুমি তার মূল্য
ততখানি বাড়াবে; আবার, বছরের সংখ্যা যতখানি কম হবে, তুমি মূল্য ততখানি কমাবে; কেননা
সে তোমার কাছে ফলভোগ-কালের মোট সংখ্যা অনুসারেই বিক্রি করে। ১৭ তোমরা তোমাদের
ভাইদের প্রতি যেন অন্যায় না কর; তোমরা বরং পরমেশ্বরকে ভয় কর, কেননা আমিই প্রভু
তোমাদের পরমেশ্বর। ১৮ তোমরা আমার বিধি অনুসারে আচরণ করবে, আমার নিয়মনীতি মেনে
চলবে ও পালন করবে; তাতে দেশে ভরসাভরে বাস করবে; ১৯ ভূমি উৎপন্ন করবে তার আপন
ফসল, তাতে তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে খাবে এবং সেখানে ভরসাভরে বাস করবে।
২০ যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর: জমিতে বীজ না বুনলে ও ফসল সংগ্রহ না করলে এই সপ্তম বছরে
আমরা কী খাব? ২১ আমি আমার আশীর্বাদকে আজ্ঞা দেব যেন ষষ্ঠ বছরে তা তোমাদের উপরে এসে
পড়ে, ফলে তিন বছরেরই জন্য শস্য উৎপন্ন হবে। ২২ অষ্টম বছরে তোমরা বীজ বুনবে, ও নবম
বছর পর্যন্ত পুরাতন ফসল ভোগ করবে: যতদিন ফসল না হয়, ততদিন তোমরা পুরাতন ফসল
ভোগ করবেই।
২৩ ভূমি চিরকালের জন্য বিক্রি করা যাবে না, কেননা ভূমি আমারই; আর তোমরা আমার কাছে
বিদেশী ও কিছুদিনের বাসিন্দার মত। ২৪ সুতরাং, যে সমস্ত দেশ অধিকাররূপে তোমাদের হবে, সেই
দেশের সর্বত্রই ভূমিকে মুক্তিমূল্য দ্বারা মুক্ত হওয়ার অধিকার দেবে। ২৫ তোমার ভাই যদি গরিব হয়ে
তার আপন অধিকারের কিছুটা বিক্রি করে, তবে মূল্য দিয়ে মুক্ত করার যার অধিকার আছে—অর্থাৎ
তার ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি—সে এসে তার আপন ভাইয়ের বিক্রীত ভূমি মুক্ত করে নেবে। ২৬ যার তেমন
মুক্তিসাধক নেই, সে যদি অর্থ সংগ্রহ করে নিজেই তা মুক্ত করতে পারে, ২৭ তবে সে তার
বিক্রয়কালের পরবর্তী যত বছর গুনে সেই অনুসারে অতিরিক্ত মূল্য ক্রেতাকে ফিরিয়ে দেবে;
এইভাবে সে তার নিজের অধিকারে ফিরে যাবে। ২৮ কিন্তু যদি সে ফিরিয়ে দেওয়ার মত অর্থ পেতে
অসমর্থ, তবে সেই বিক্রীত অধিকার জুবিলী-বর্ষ পর্যন্ত ক্রেতার হাতে থাকবে; জুবিলী উপলক্ষে
ক্রেতা তা ছাড়বে, এবং সে তার নিজের অধিকারে ফিরে যাবে।
২৯ যদি কেউ প্রাচীরে ঘেরা শহরের মধ্যে ঘর বিক্রি করে, তবে সে বিক্রয়-বর্ষের শেষ পর্যন্ত তা
মুক্ত করতে পারবে, পুরো এক বছরের মধ্যে তা মুক্ত করার অধিকার তার থাকবে। ৩০ কিন্তু যদি
পুরো এক বর্ষ-কালের মধ্যে তা মুক্ত না হয়, তবে প্রাচীরে ঘেরা শহরে স্থিত সেই ঘর
পুরুষপরম্পরায় ক্রেতার চিরস্থায়ী অধিকার হবে; জুবিলী উপলক্ষেও সে তা ছাড়বে না। ৩১ কিন্তু
প্রাচীরে ঘেরা নয় এমন গ্রামে স্থিত যে যে ঘর, সেগুলো চারণভূমিতে স্থিত বলে পরিগণিত হবে;
সেগুলো মুক্ত করা যেতে পারে, এবং জুবিলী-বর্ষে ক্রেতা সেগুলো ছাড়তে বাধ্য হবে।
৩২ লেবীয় শহরগুলোর ব্যবস্থা এই: তাদের অধিকৃত শহরের ঘরগুলো মুক্ত করার অধিকার
লেবীয়দের সবসময়ই থাকবে। ৩৩ মূল্য দিয়ে যে মুক্ত করে, সে যদি লেবীয়, তবে ক্রেতা জুবিলী

উপলক্ষে লেবীয় শহরে স্থিত সেই বিক্রীত ঘর ছাড়বে, কেননা ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে লেবীয় শহরে স্থিত যে ঘরগুলো, সেগুলো তাদেরই অধিকার। ৩৪ তাদের শহরের চারণভূমি বিক্রি হবে না, কেননা তা তাদের চিরস্থায়ী অধিকার।

৩৫ তোমার ভাই যদি গরিব অবস্থায় পড়ে ও তার কোন সামর্থ্য না থাকে, তবে তুমি বিদেশী ও কিছুদিনের বাসিন্দাকে যেমন উপকার কর, তাকেও উপকার করবে, সে যেন তোমার কাছে জীবনধারণ করতে পারে। ৩৬ তার কাছ থেকে তুমি সুদ বা বৃদ্ধি আদায় করবে না; বরং তোমার পরমেশ্বরকে ভয় করবে ও তোমার ভাইকে তোমার কাছে জীবনধারণ করতে দেবে। ৩৭ তুমি সুদ পাবার চিন্তায় তাকে টাকা দেবে না, বৃদ্ধি পাবার চিন্তায় তাকে খাদ্য দেবে না। ৩৮ আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি তোমাদের কানান দেশ দেবার জন্য ও তোমাদের আপন পরমেশ্বর হবার জন্য তোমাদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন।

৩৯ তোমার সঙ্গে থাকতে তোমার ভাই যদি গরিব অবস্থায় পড়ে ও তোমার কাছে নিজেকে বিক্রি করে, তবে তুমি তাকে ক্রীতদাসের মত কাজ করাবে না; ৪০ তোমার কাছে সে হোক মজুরি ও কিছুদিনের বাসিন্দার মত। সে জুবিলী পর্যন্ত তোমার জন্য কাজ করবে; ৪১ তখন সে তার ছেলেদের সঙ্গে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার আপন গোত্রে ফিরে যাবে ও তার আপন পিতৃ-অধিকারে আবার প্রবেশ করবে। ৪২ কেননা তারা আমারই দাস, যাদের আমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি; ক্রীতদাসদের যেমন বিক্রি করা হয়, তাদের সেইমত বিক্রি করা চলবে না। ৪৩ তুমি তার প্রতি কঠোরভাবে ব্যবহার করবে না, বরং তোমার আপন পরমেশ্বরকে ভয় করবে।

৪৪ তোমার যে দাস ও দাসী আছে, তোমাদের চারপাশে যে জাতিগুলো রয়েছে তাদের মধ্য থেকেই তোমরা তাদের নেবে; তাদেরই কাছ থেকে তোমরা দাস ও দাসী কিনবে। ৪৫ তোমাদের মধ্যে যে বিদেশীরা বাস করে, তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে, তোমাদের কাছে থাকা তাদের গোত্র থেকে, ও তোমাদের দেশে জাত তাদের সন্তানদের মধ্য থেকেও দাস ও দাসী নিতে পারবে; তারা তোমাদের অধিকার হবে। ৪৬ তোমরা তোমাদের ভাবী সন্তানদের অধিকার-রূপে তাদের রেখে যেতে পারবে, এবং তাদের তোমরা নিত্য ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে; কিন্তু তোমাদের ভাই ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে তোমরা কেউই কারও প্রতি কঠোর ব্যবহার করবে না।

৪৭ যদি তোমাদের মধ্যে বাসিন্দারূপে বাস করে এমন কোন বিদেশী ধনী হয়, এবং তোমার ভাই তার কাছে অত্যন্ত ঋণী হয়ে তার কাছে বা তার গোত্রের কারও কাছে নিজেকে বিক্রি করে, ৪৮ তবে বিক্রীত হবার পরে মূল্য দিয়ে মুক্ত করার অধিকার তার থাকবে; তার ভাইদের মধ্যে কেউ মূল্য দিয়ে তাকে মুক্ত করতে পারবে: ৪৯ কিংবা তার জেঠা মশায়, তার জেঠার ছেলে, বা তার গোত্রের কোন জ্ঞাতিও মূল্য দিয়ে তাকে মুক্ত করতে পারবে; কিংবা তার সামর্থ্য থাকলে সে নিজেই মূল্য দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। ৫০ ক্রেতার সঙ্গে সে তার বিক্রয়-বর্ষ থেকে জুবিলী-বর্ষ পর্যন্ত হিসাব করবে; তার মুক্তিমূল্য হবে বছরগুলোর সংখ্যা অনুসারে, এবং তার থাকবার সময় মজুরির দিনের ভিত্তিতে গণ্য হবে। ৫১ জুবিলী-বর্ষের আগে যদি অনেক বছর বাকি থাকে, তবে সেই অনুসারে সে ক্রয়-মূল্য থেকে নিজের মুক্তিমূল্য ফিরিয়ে দেবে; ৫২ জুবিলী-বর্ষের আগে যদি অল্প বছর থাকে, তবে সে তার সঙ্গে হিসাব করে সেই কয়েক বছর অনুসারে নিজের মুক্তিমূল্য ফিরিয়ে দেবে। ৫৩ সে তার কাছে বাৎসরিক মজুরের মতই থাকবে; তোমার চোখের সামনে সে তার প্রতি কঠোর

ব্যবহার করবে না। ৫৪ ওই সকল উপায়ের মধ্য দিয়েও সে যদি মুক্তিমূল্য না পায়, তবে জুবিলী-বর্ষে
তার আপন সন্তানদের সঙ্গে মুক্ত হয়ে চলে যাবে; ৫৫ কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা আমারই দাস; হ্যাঁ,
তারা আমার দাস, যাদের আমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি। আমিই প্রভু তোমাদের আপন
পরমেশ্বর!'

সমাপ্তি অংশ

২৬ 'তোমরা নিজেদের জন্য অসার কোন প্রতিমা তৈরি করবে না, খোদাই করা কোন মূর্তি কিংবা
স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড় করাবে না, তার সামনে প্রণিপাত করার জন্য তোমাদের দেশে খোদাই করা কোন
পাথর রাখবে না; কেননা আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর। ২ তোমরা আমার সাব্বাৎ সকল পালন
করবে, আমার পবিত্রধামের প্রতি সম্মান দেখাবে। আমিই প্রভু!'

আশীর্বাদ

৩ 'যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, আমার আজ্ঞাগুলি মেনে চল ও সেই সমস্ত পালন কর, ৪
তবে আমি ঠিক সময়ে তোমাদের বৃষ্টি দান করব, ভূমি ফসল উৎপন্ন করবে, ও মাঠের গাছপালা
আপন আপন ফল দেবে, ৫ তোমাদের ফসল কাটার কাল আঙুরফল সংগ্রহের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত
হবে, ও আঙুরফল সংগ্রহের কাল বীজবপনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে; এবং তোমরা অপর্যাপ্ত পরিমাণ
খাবার পাবে ও তোমাদের দেশে ভরসাভরে বাস করবে।

৬ আমি দেশে শান্তি মঞ্জুর করব; তোমরা ঘুমাতে যাবে আর কেউই তোমাদের ভয় দেখাবে না;
এবং আমি তোমাদের দেশ থেকে বন্য জন্তুগুলোকে দূর করে দেব, ও তোমাদের দেশে খড়্গ এসে
দেখা দেবে না। ৭ তোমরা তোমাদের শত্রুদের তাড়িয়ে দেবে, ও তারা তোমাদের সামনে খড়্গের
আঘাতে পড়বে। ৮ তোমাদের পাঁচজন তাদের একশ'জনকে তাড়িয়ে দেবে, তোমাদের একশ'জন
দশ হাজার লোককে তাড়িয়ে দেবে, এবং তোমাদের শত্রুরা তোমাদের সামনে খড়্গের আঘাতে
পড়বে।

৯ আমি তোমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইব, তোমাদের ফলবান করব, তোমাদের বংশবৃদ্ধি করব, ও
তোমাদের সঙ্গে আমার সন্ধি স্থির করব। ১০ তোমরা তোমাদের সঞ্চয় করা পুরাতন ফসল খাবে, ও
নতুনটার জন্য জায়গা দেবার জন্য পুরাতনটাকে সরিয়ে দেবে। ১১ আমি তোমাদের মাঝে আমার
আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না। ১২ আমি তোমাদের
মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ। ১৩
আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর; আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছি তোমরা
যেন আর তাদের দাস না হও; আমিই তোমাদের জোয়াল-কাঠ ভেঙে দিলাম; এমনটি করলাম,
তোমরা যেন মাথা উচ্চ করে হেঁটে চল।'

অভিশাপ

১৪ 'কিন্তু যদি তোমরা আমার প্রতি বাধ্য না হও, আমার এই সকল আজ্ঞা পালন না কর, ১৫ যদি
আমার বিধিগুলো তুচ্ছ কর, ও তোমাদের প্রাণ আমার নিয়মনীতি প্রত্যাখ্যান করে, এবং তাই করে
তোমরা আমার আজ্ঞা পালন না করে আমার সন্ধি ভঙ্গ কর, ১৬ তবে তোমাদের সঙ্গে আমার ব্যবহার

এই হবে: তোমাদের বিরুদ্ধে বিভীষিকা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর প্রেরণ করব, তখন তোমাদের চোখ ক্ষীণ
হয়ে পড়বে ও তোমাদের প্রাণ যন্ত্রণা ভোগ করবে। তোমাদের বীজবপন বৃথা হবে, কারণ তোমাদের
শত্রুরাই তা খাবে। ১৭ আমি তোমাদের প্রতি বিমুখ হব, তখন তোমরা তোমাদের শত্রুদের দ্বারা
পরাজিত হবে; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তারা তোমাদের উপর প্রভুত্ব চালাবে, এবং তোমাদের
পিছনে কেউই ধাওয়া না করলেও তোমরা পালাতে থাকবে!
১৮ তা সত্ত্বেও যদি তোমরা আমার প্রতি বাধ্য না হও, তবে আমি তোমাদের পাপের জন্য
তোমাদের সাত গুণ বেশি শাস্তি দেব। ১৯ আমি তোমাদের বলের গর্ব খর্ব করব, এবং তোমাদের
আকাশ লোহার মত ও তোমাদের ভূমি ব্রঞ্জের মত করব। ২০ তখন তোমাদের বল বৃথাই নিঃশেষিত
হবে, কেননা তোমাদের ভূমি শস্য ফলাবে না ও মাঠের গাছপালা ফল দেবে না।
২১ যদি তোমরা আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর ও আমার প্রতি বাধ্য হতে সম্মত না হও, তবে আমি
তোমাদের পাপের অনুপাতে তোমাদের আরও সাত গুণ আঘাত করব। ২২ তোমাদের মধ্যে বন্যজন্তু
পাঠাব, আর তারা তোমাদের ছেলেকে ছিনিয়ে নেবে, তোমাদের পশুপাল বিনাশ করবে, তোমাদের
জনসংখ্যা কমাবে: তখন তোমাদের রাস্তা-ঘাট জনশূন্য হবে।
২৩ তা সত্ত্বেও যদি তোমরা আমার কাছে ফেরার জন্য নিজেদের সংস্কার না কর, বরং আমার প্রতি
বিরুদ্ধাচরণ কর, ২৪ তবে আমিও তোমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করব ও তোমাদের পাপের জন্য
আমি নিজে তোমাদের আরও সাত গুণ বেশি আঘাত করব। ২৫ আমি আমার সন্ধির
প্রতিফলতাদাস্বরূপ আমার খড়্গ তোমাদের উপরে আনব, তোমরা যে যার শহরের মধ্যে নিজেদের
একত্রিত করবে, কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে মহামারী পাঠাব আর শত্রুদের হাতে তোমাদের তুলে
দেওয়া হবে। ২৬ আমি তোমাদের খাদ্যভাণ্ডার ছিন্ন করলে দশজন স্ত্রীলোক এক তন্দুরে তোমাদের
রুটি তৈরি করবে, ও তোমাদের রুটি ওজন হিসাবে তোমাদের ফিরিয়ে দেবে; কিন্তু তা খেয়ে
তোমরা তৃপ্তি পাবে না।
২৭ তা সত্ত্বেও যদি তোমরা আমার প্রতি বাধ্য না হও ও আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর, ২৮ তবে
আমি রুষ্ট হয়ে তোমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করব, এবং তোমাদের পাপের জন্য আমি নিজে
তোমাদের সাত গুণ শাস্তি দেব। ২৯ তখন তোমরা তোমাদের আপন ছেলেদের মাংস খাবে ও
তোমাদের আপন মেয়েদের মাংস খাবে। ৩০ আমি তোমাদের উচ্চস্থানগুলি ভেঙে দেব, তোমাদের
সূর্যপ্রতিমাগুলো বিনাশ করব, তোমাদের পুতুলগুলোর লাশের উপরে তোমাদের লাশ ফেলে দেব
আর তোমরা আমার কাছে হবে জঘন্য। ৩১ আমি তোমাদের শহরগুলো উৎসন্ন করব, তোমাদের
পুণ্যালয়গুলো ধ্বংস করব ও তোমাদের সৌরভের ঘ্রাণ নেব না। ৩২ আমি নিজেই তোমাদের দেশ
ধ্বংস করে দেব ও তোমাদের সেই শত্রুরা, যারা তা দখল করবে, তারা তাতে বিস্মিত হবে। ৩৩
তোমাদের আমি জাতিগুলোর মধ্যে বিক্ষিপ্ত করব ও খড়্গ কোষমুক্ত করে তোমাদের পিছু পিছু ধাওয়া
করব, তখন তোমাদের দেশ ধ্বংসস্থান হবে ও তোমাদের শহরগুলো জনশূন্য হবে।
৩৪ তখন, যতদিন দেশ ধ্বংসস্থান হয়ে থাকবে ও তোমরা শত্রুদেশে বাস করবে, ততদিন ভূমি
তার আপন সাব্বাৎ ভোগ করবে; হ্যাঁ, তখন ভূমি বিশ্রাম পাবে ও তার আপন সাব্বাৎ ভোগ
করবে। ৩৫ যতদিন দেশ ধ্বংসস্থান হয়ে থাকবে, ততদিন তা তার সেই বিশ্রাম পাবে যা তোমরা
সেখানে থাকতে তোমাদের সাব্বাৎগুলিতে তাকে ভোগ করতে দাওনি।

[৩৬] তোমাদের মধ্যে যাদের বাঁচিয়ে রাখা হবে, আমি শত্রুদেশে তাদের হৃদয়ে বিষণ্নতা সঞ্চার
করব; আলোড়িত পাতার শব্দমাত্রই তাদের পলায়ন ঘটাবার জন্য যথেষ্ট হবে; লোকে যেমন
খড়্গের মুখ থেকে পালায়, তারা তেমনি পালাবে, এমনকি তাদের পিছনে কেউ ধাওয়া না করলেও
তাদের পতন হবে। [৩৭] তাদের পিছনে কেউ ধাওয়া না করলেও তারা ঠিক যেন খড়্গের সামনেই
একজন অন্যের উপরে পড়বে। না, তোমাদের শত্রুদের সামনে তোমাদের দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকবে
না।
[৩৮] তোমরা জাতিগুলির মধ্যে বিনষ্ট হবে: তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদের গ্রাস করবে। [৩৯]
তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের শত্রুদের দেশে রক্ষা পাবে, তারা তাদের শঠতার কারণে ক্ষয়
পাবে; তাদের পিতৃপুরুষদেরও শঠতার কারণে তাদের সঙ্গে ক্ষয় পাবে।
[৪০] তারা যে আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে ও আমার বিপক্ষে আচরণ করেছে, এবিষয়ে তারা যদি
তাদের নিজেদের শঠতা ও তাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্বীকার করে—[৪১] কেননা এজন্যই আমিও
তাদের বিপক্ষে আচরণ করেছি ও শত্রুদেশে তাদের নিয়ে গেছি—তাহলে যখন তাদের
অপরিচ্ছেদিত হৃদয় নম্রতা স্বীকার করবে, ও তারা তাদের শঠতার ঋণ শোধ করবে, [৪২] তখন আমি
যাকোবের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি স্মরণ করব, ইসায়াকের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি ও আব্রাহামের
সঙ্গে আমার সেই সন্ধিও স্মরণ করব, দেশের কথাও স্মরণ করব। [৪৩] তাই যখন দেশ তাদের দ্বারা
পরিত্যক্ত হয়ে নিজের সাব্বাৎগুলো ভোগ করবে, ও তাদের অনুপস্থিতিতে জনশূন্য হবে, তখন
তারা তাদের শঠতার ঋণ শোধ করবে—এই কারণে যে, তারা আমার নিয়মনীতি তুচ্ছ করেছে ও
তাদের প্রাণ আমার বিধিগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে। [৪৪] কিন্তু তবুও তারা যখন শত্রুদেশে থাকবে, তখন
আমি তাদের একেবারে ফিরিয়ে দেব না, তাদের নিয়ে এত ক্ষান্তও হব না যে, তাদের নিঃশেষেই
বিনাশ করব ও তাদের সঙ্গে আমার সন্ধি ভঙ্গ করব; কেননা আমিই প্রভু তাদের পরমেশ্বর! [৪৫]
আমি তাদের আপন পরমেশ্বর হবার জন্য জাতিগুলির চোখের সামনে মিশর দেশ থেকে যাদের বের
করে এনেছি, তাদের সেই পিতৃপুরুষদের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি আমি তাদের খাতিরে স্মরণ করব।
আমিই প্রভু!'
[৪৬] সিনাই পর্বতে প্রভু মোশীর হাত দ্বারা নিজের ও ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে এই সকল বিধি,
নিয়মনীতি ও বিধান স্থির করলেন।

পরিশিষ্ট—মানত সংক্রান্ত বিধি

২৭ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, [২] 'ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: যদি কেউ
প্রভুর উদ্দেশে কোন ব্যক্তির মূল্য মানত করে, তবে সেই নিবেদিত ব্যক্তির জন্য মূল্য নিরূপণ করার
জন্য [৩] তোমার পক্ষে সেই নিরূপণীয় মূল্য এরূপ হবে: কুড়ি বছর থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত
পুরুষ হলে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে পঞ্চাশ শেকেল রুপো; [৪] কিন্তু
স্ত্রীলোক হলে নিরূপণীয় মূল্য ত্রিশ শেকেল হবে। [৫] যদি পাঁচ বছর থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত হয়,
তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে কুড়ি শেকেল ও স্ত্রীলোকের পক্ষে দশ শেকেল। [৬] যদি
এক মাস থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পাঁচ
শেকেল রুপো ও তোমার নিরূপণীয় মূল্য মেয়ের পক্ষে তিন শেকেল রুপো হবে। [৭] যদি ষাট বছর

কিংবা তার বেশি বয়স হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের পক্ষে পনেরো শেকেল ও
স্ত্রীলোকের পক্ষে দশ শেকেল হবে; ৮ কিন্তু যে মানত করেছে, সে যদি দরিদ্রতার জন্য তোমার
নিরূপণীয় মূল্য দিতে অক্ষম হয়, তবে তাকে যাজকের কাছে আনা হবে, এবং যাজক তার মূল্য
নিরূপণ করবে; যে মানত করেছে, যাজক তার সঙ্গতি অনুসারে মূল্য নিরূপণ করবে।

৯ মানতের বস্তু যদি এমন পশু হয় যা প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করা যেতে পারে, তবে
প্রভুর উদ্দেশে দেওয়া তেমন পশু পবিত্র বস্তু হবে। ১০ তেমন পশুকে বদলি করা যাবে না; মন্দের
বদলে ভাল, বা ভালোর বদলে মন্দ এমন বদলিও করা যাবে না; যদি কেউ কোন প্রকারে পশুর
সঙ্গে পশুর বদলি করতে চায়, তবে তা ও তার বদলি দু'টোই পবিত্র হবে। ১১ কিন্তু তা যদি এমন
অশুচি পশু হয় যা প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করা যায় না, তবে সেই পশুকে যাজকের সামনে
আনা হবে। ১২ পশুটার ভাল কি মন্দ অবস্থা অনুসারেই যাজক তার মূল্য নিরূপণ করবে, এবং
যাজকের নিরূপণ অনুসারেই মূল্য হবে। ১৩ কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কোন প্রকারে মূল্য দিয়ে তা মুক্ত
করতে চায়, তবে সে নিরূপিত মূল্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি দেবে।

১৪ যদি কোন লোক প্রভুর উদ্দেশে নিজের ঘর পবিত্রীকৃত করে, তবে তার ভাল কি মন্দ অবস্থা
অনুসারেই যাজক মূল্য নিরূপণ করবে; এবং যাজকের নিরূপণ অনুসারেই মূল্য হবে। ১৫ যে তা
পবিত্রীকৃত করেছে, সে যদি তার ঘর মূল্য দিয়ে আবার মুক্ত করতে চায়, তবে সে নিরূপিত মূল্যের
পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি দেবে; আর ঘর আবার তারই হবে। ১৬ যদি কেউ নিজের অধিকৃত
জমির কোন অংশ প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে, তবে তার বপনের বীজ অনুসারে তার মূল্য
নিরূপণ করা হবে: প্রতি এক এক হোমর যবের বীজের জন্য পঞ্চাশ পঞ্চাশ রুপোর শেকেল ক'রে।
১৭ যদি সে জুবিলী-বর্ষেই নিজের জমি পবিত্রীকৃত করে, তবে তার মূল্য এই নিরূপণীয় মূল্য
অনুসারে স্থির করা হবে; ১৮ কিন্তু সে যদি জুবিলীর পরেই তা পবিত্রীকৃত করে, তবে যাজক আগামী
জুবিলী পর্যন্ত বাকি বছরগুলোর সংখ্যা অনুসারে তার দেয় মূল্য গণনা করবে, এবং নিরূপণীয়
মূল্যের চেয়ে কম মূল্য স্থির করা হবে। ১৯ যে তা পবিত্রীকৃত করেছে, সে যদি কোন প্রকারে নিজের
জমি মূল্য দিয়ে আবার মুক্ত করতে চায়, তবে সে নিরূপণীয় রুপোর পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি
দিলে তা তারই হবে; ২০ কিন্তু যদি সে মূল্য দিয়ে সেই জমি মুক্ত না করে অন্য কারও কাছে তা
বিক্রি করে, তবে তা মুক্ত করার অধিকার আর থাকবে না; ২১ কিন্তু জুবিলী-বর্ষে যখন সেই জমির
ক্রেতা তা ছাড়বে, তখন তা এমন জমিরই মত প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হবে যা বিনাশ-মানতের
বস্তু করা হয়েছে, এবং সেই জমি যাজকেরই অধিকার হবে। ২২ যদি কেউ নিজের পৈতৃক জমি ছাড়া
নিজের কেনা জমি প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে, ২৩ তবে যাজক নিরূপণীয় মূল্য অনুসারে
জুবিলী-বর্ষ পর্যন্ত তার দেয় রুপো গণনা করবে, আর সেইদিনে সে নিরূপিত মূল্য দেবে, যেহেতু তা
প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত। ২৪ জুবিলী-বর্ষে সেই জমি বিক্রেতার হাতে ফিরে যাবে, অর্থাৎ সেই জমি
যার পৈতৃক অধিকার, তারই হাতে ফিরে যাবে। ২৫ তোমার নিরূপণীয় সমস্ত মূল্য পবিত্রধামের
শেকেল অনুসারে হবে: কুড়ি গেরাতে এক শেকেল হয়।

২৬ পশুর প্রথমজাত বাচ্চাগুলো প্রভুর উদ্দেশে কেউই পবিত্রীকৃত করতে পারবে না, কেননা
প্রথমজাত হওয়ায় সেগুলি প্রভুরই! গবাদি পশুর বাচ্চা হোক, মেষ-ছাগের বাচ্চা হোক, তা প্রভুরই।
২৭ কিন্তু সেই পশু যদি অশুচি হয়, তবে নিরূপণীয় মূল্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি দিয়ে তা মুক্ত

করা যাবে, মুক্ত করা না হলে তা তোমার নিরূপণীয় মূল্যে বিক্রি করা হবে।

২৮ তবু যখন কোন লোক নিজের সর্বস্ব থেকে—মানুষ, পশু বা পৈতৃক অধিকারের এক খণ্ড জমি
থেকে—কোন কিছু প্রভুর উদ্দেশে বিনাশ-মানতরূপে নিবেদন করবে, তখন তা বিক্রি বা মুক্ত করা
যাবে না: যা কিছু বিনাশ-মানতের বস্তু করা হয়েছে, তা প্রভুরই সম্পদ: তা পরমপবিত্র। ২৯ যে
কোন মানুষকে বিনাশ-মানতের বস্তু করা হয়েছে, তাকে মূল্য দিয়ে আর মুক্ত করা যাবে না; তাকে
মেরে ফেলতে হবে।

৩০ ভূমির শস্য বা গাছের ফল হোক, ভূমির যত ফলের দশমাংশ প্রভুরই; তা প্রভুর উদ্দেশে
পবিত্রীকৃত। ৩১ যদি কেউ মূল্য দিয়ে তার আপন দশমাংশ থেকে কিছুটা মুক্ত করতে চায়, তবে সে
তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি দেবে। ৩২ গবাদি পশুর বা মেষ-ছাগের দশমাংশ, অর্থাৎ পাচনির
নিচ দিয়ে যা কিছু যায়, তার মধ্যে প্রত্যেক দশম পশু প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হবে। ৩৩ তা ভাল
কি মন্দ, এর কোন অনুসন্ধান করা হবে না, তার পরিবর্তনও করা হবে না; কিন্তু যদি কোন প্রকার
পরিবর্তন করা হয়, তবে তা ও তার বিনিময় দু'টোই পবিত্র হবে; তা আর মুক্ত করা যাবে না।'

৩৪ এগুলোই সেই সকল আজ্ঞা, যা প্রভু সিনাই পর্বতে ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য মোশীকে দিলেন।